উচ্চমানের বিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগী কুশলতাভিত্তিক এবং দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রারম্ভিক দলিল

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষণের উপযোগী কুশলতাভিত্তিক ও দায়বদ্ধতামূখী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রারম্ভিক দলিল

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলকাতা-৭০০ ০১৯

এন সি টি ই দলিল নম্বর ৯৮/২০
সম্পাদক : ডঃ ডি. এন. খোসলা
প্রকাশনার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক : সোহন স্বরূপ শর্মা
অনুবাদক : ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মূল গ্রন্থটি রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সদস্য সচিব কর্তৃক ১৬ মাহাত্মা গান্ধী মার্গ, আই পি এস্টেট, নিউ দিল্লী ১১০০০২ থেকে প্রকাশিত। এবং বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

—ঃ অনুবাদকের কথা ঃ—

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়স্তরে যে সমস্ত বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে তার একটি হল উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক জে. এস. রাজপুতের নেতৃত্বে এই পরিষদ বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশণার নিত্যনতুন কজে নিয়োজিত আছে। তারই অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ অধুনা "কম্পিটেন্সি বেসড্ এন্ড কমিট্মেন্ট ওরিয়েন্টেড্ টিচার এডুকেশন ফর কোয়ালিটি স্কুল এডুকেশন" এই নামের অধীনে দুটি পৃথক দলিল প্রকাশ করেছে। সেগুলি হল " ইনিসিয়েসন্ ডকুমেন্ট "এবং" ইন্-সার্ভিস এডুকেশন।"

উপরোক্ত দলিল দুটির ওপর এ রাজ্যের শিক্ষক প্রশিক্ষকের পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ইচ্ছানুক্রমে, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, আগামী ১৯-২০ মে ১৯৯৮ তারিখে দু-দিন ব্যাপী একটা কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই কর্মশালায় যোগদানকারীদের আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত দলিল দুটির বঙ্গানুবাদ বিতরন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

" ইনিসিয়েসন ডকুমেন্ট " এর বঙ্গানুবাদটি " প্রারম্ভিক দলিল" নামে বর্তমানে প্রকাশ করা হল। এই দলিলে মুলতঃ শিক্ষকদের কাজের বহর ও ক্ষেত্র, শিক্ষক প্রশিক্ষণের সর্বব্যাপী চরিত্র এবং শিক্ষকদের দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও পেশাদারী কৃতিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে।

"রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ,এর অধিকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠানের সর্বব্যাপী কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি এই অনুবাদের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছি। কারণ উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি আমার নিজের দায়বদ্ধতাকে আমি ব্যস্ততার অছিলায় পাশ কাটাতে চাইনি।

বর্তমান দলিলের বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনার কাজে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক পরিষদের সভাপতি জে. এস. রাজপুত। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার পরিভাষা এখনও আমার কাছে অপ্রতুল।

বর্তমান অনুবাদের কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতি অঞ্জলি লাহা, শ্রীমতি শিপ্রা সেহানবীশ, শ্রী তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ ও শ্রী নিমাই চাঁদ লাহা। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
১৫ই মে, ১৯৯৮

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও
প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত নানা ধরণের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে মানোন্নয়ন বিধান করা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রমের উন্নতিসাধন ও পরিবর্তন ঘটানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং তারই অংশ হিসেবে, রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ একটি দাক্ষতা ভিত্তিক ও দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তৈরী করেছে। তাতে জোর দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ প্রশিক্ষণের মান ও দক্ষতার ওপর।

এই প্রচেষ্টায় ভিত্তিভূমি প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষার নূন্যতম মান বিষয়ে অধ্যাপক আর এইচ দাভে কমিটির রিপোর্ট সুপারিশ রূপায়ণ করার অভিজ্ঞতা। প্রায় সর্বত্রই শিক্ষকেরা এই রিপোর্টকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছেন। সেইসব অভিজ্ঞতার ফলকে স্থায়ী করতে ও শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষার প্রয়োজনে তাকে অর্থবহ করে তুলতে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে একই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী, বর্তমান দলিলটি সেই প্রচেষ্টার শুরুর ইতিহাস তুলে ধরতে চেয়েছে এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে যেসব দক্ষতা; দায়বদ্ধতাও কার্যবলীর অনুশীলনে উন্নতমানের শিক্ষা সম্ভব হতে পারে তার ওপর আলোকপাত করেছে।

আলোচনা, নতুন ভাবনার উদ্বোধন ও প্রকল্প রূপায়ণের নানা পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় দলিল হিসেবে বর্তমান রচনাটি তৈরী করা হয়েছে। পরিষদ প্রাক চাকুরী পর্বের ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ওপরে আরো দুটি দলিল প্রকাশের চেষ্টা করছে। দলিলে পরিবেশিত ধারণাগুলি রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ আয়োজিত জাতীয় স্তরে আলোচনার মাধ্যমেই বেরিয়ে এসেছে। অধ্যাপক দাভে অনেকগুলি সেমিনার, সভা ও ওয়ার্কশপে উপস্থিত থেকে আলোচনাকে পরিচালিত করেছেন। এই প্রকল্পের পরিকল্পনার সময় থেকে বর্তমান দলিলের সর্বশেষ রূপ পরিগ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাঁর মূল্যবান অবদান পরিষদ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।

পরিষদ শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করছে গুজরাট বিদ্যাপীঠ, আহমেদাবাদ, ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটি অব এডুকেশন, পুনে, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর-এর অবদানের কথা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা, ড: পি. জি প্যাটেল, ড: জি এন প্যাটেল, ড: এস করনদিকার, অধ্যাপক ভি এস দেশপাণ্ডে, ড: এম এস ললিথাম্মা তাদের বিশিষ্ট সহকর্মীদের সাথে নিজেরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে ড: কে ওয়ালিয়া প্রকল্পটির তদারকি করেছেন ও দলিলটির খসড়াকে সমৃদ্ধ করে তুলতে কিছু শিক্ষণীয় সংযোজন ঘটিয়েছেন। বিভিন্ন আলোচনা সভায় ও লেখার কাজে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত হচ্ছে।

নিউ দিল্লী
জানুয়ারী ৩১, ১৯৯৮

জে এস রাজপুত
সভাপতি
ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন

কার্যকরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

জীবনের মানোন্নয়ণের জন্য সমাজিক জ্ঞান ও শক্তি উপার্জনের নামই শিক্ষা। ভালো ও সুষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সম্ভবনাকে বিকশিত করায়, দক্ষতার প্রসার ঘটাতে ও আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

শিক্ষার এই বিশাল সম্ভাবনার কথা মনে রেখে সব প্রগতিশীল সমাজই 'সকলের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা' এই লক্ষ্য নিঁয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক প্রসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। তারা স্বীকার করে নিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা যে ধীরে ধীরে সার্বিক রূপ নেবে এবং যতবেশী সম্ভব শিক্ষার্থীর হাতে জ্ঞানের শক্তি তুলে দেওয়া গুরুত্ব। এর ফলে আর্থসামাজিক এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। উচ্চশিক্ষার সম্ভবনা, এদিক থেকে যদিও কম নয়, তবু তা মুষ্টিমেয়ের কাছেই সাধারণতর পৌঁছোবে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা, এই মুহূর্তে প্রায় সমাজের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং সেজন্যেই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির রূপরেখায় এর উচ্চমান ও কার্যকারিতার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, কার্যকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণের রয়েছে একটি বিশাল ভূমিকা। প্রকৃত পক্ষে এটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের উন্নতির প্রধান শর্ত। অন্যভাবে বলা যায় সকল বিদ্যালয়-শিক্ষকই নিয়ে আসে কার্যকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

শিক্ষার্থীর জীবনে ও তার বিকাশমুখী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকার পথপ্রদর্শকের। শিক্ষক যদিও পেশাগত দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা অর্জন করতে পারেন এবং যদি তিনি ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে জনগোষ্ঠীর মাঝখানে তাঁর বহুমুখী কাজ সমাপন করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তা থেকে একটি শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে—শিক্ষকের সফল ভুমিকা পালনে যার শুরু এবং আরো বেশী বেশী সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানে, আবেগে ও মানবিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষার্জনে যার শেষ।

একদা, বিশেষ করে প্রাক স্বাধীনতাপর্বে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ছিল এককালীন ব্যপার। কিন্তু এটি স্বাধীনতা পরবর্তীপর্বে অচল হয়ে পড়ল—বিশেষ করে আধুনিক যুগে এসে। বিংশশতাব্দীর গত দশকে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং সমাজ দুইই অশ্রুতপূর্ব পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে আছে প্রগতির বিকাশ, জনসংযোগের বিপ্লব, স্কুলের পাঠ্যক্রমে নিরন্তর রদবদল, দক্ষতা-ভিত্তিক ও দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষার প্রচলন,।

ন্যূনতম শিক্ষামানের (এম. এল. এল.) জন্য 'শিক্ষার জাতীয় নীতি' (এন. পি. ই.) (সংশোধিত ১৯৯২) দ্বারা নির্দেশিত রণকৌশল, পাঠ্যবই ও অনুশীলন পুস্তিকার পরিবর্তন, শিক্ষণ সামগ্রীর বদল, কাজ নির্ভর ও আনন্দময় শিক্ষার প্রসার শিক্ষকের পড়ানো ছাড়াও স্বশিক্ষণ ও সম্বলিত পঠন পাঠনের ধারণার প্রয়োগ অপ্রতিষ্ঠানিকও বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (ওবি) এর মতো প্রচেষ্টা, শিক্ষকদের জন্য দিক্ নির্দেশক প্রকল্প,(এস্ ও পি টি) প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি।

স্পষ্টতরই বিদ্যালয় ও সামাজিক স্তরে ঘটে যাওয়া বড় পরিবর্তনের এবং একবিংশ শতাব্দীর নতুন সব চ্যালেঞ্জের প্রভাব পড়েছে নতুন পাঠ্যক্রম রচনায় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার ওপর। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যদি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হয় তবে তার পাঠ্যক্রমকে ও তার অন্যান্য দিকগুলোকেও ঢেলে সাজাতে হবে। আরো যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে গড়তে হবে নতুন বৃহত্তর আদলে। তাতে স্থান পাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

১) প্রাক চাকুরী পর্ব ও প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ

—শিক্ষকতায় যোগ দিচ্ছেন এমন সকলের পেশার সাথে সুষ্ঠু পরিচয় ঘটানো

২) চাকুরীকালীন পুনরাবৃত্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ

—যাঁরা চাকুরীতে আছেন সেই সব শিক্ষককে পেশায় নতুনতর প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠু পুনরাবৃত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩) ধারাবাহিক পেশাদারী প্রশিক্ষণ

—নিজেদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, প্রয়োজন, পেশাদারী দায়িত্বের কথা মনে রেখে শিক্ষকেরা নিজেরাই বই, সাময়িক পত্র, অডিও, ভিডিও সমগ্রী, স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক উৎসগুলোর সাহায্য নিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলবেন।

৪) স্কুল অধক্ষ্য ও অন্যান্য শিক্ষাবিদদের পেশাদারী দিক নির্দেশ

—প্রিন্সিপ্যাল, সুপারভাইজার, কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ বা পদোন্নতির পর

—সুষ্ঠু উন্নতিবিধানের জন্য পুনরাবৃত্ত দিক নির্দেশ

—নিজেদের আধুনিকতম তথ্যে ও পেশাদারী কুশলতায় সমৃদ্ধ করে চলা আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের প্রতি নিজেদের উন্মুক্ত রাখা

৫) উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষায় উত্তরণ

—যোগ্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদরা যাতে উচ্চতর শিক্ষা যেমন মাষ্টার্স বা ডক্টরেল ডিগ্রী লাভ করতে পারেন তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা

—উচ্চমানের শিক্ষাবিদদেরকে পাঠ্যক্রম তৈরী করা, পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ, মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, প্রশাসন পরিসংখ্যান ও গবেষণা প্রভৃতি বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রস্তুত করে তোলা

—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল প্রশিক্ষক তৈরী করার উপযোগী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা

—আর্ন্তজাতিক যোগাযোগের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা

৬) শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মানসিক সমৃদ্ধি বিধানের সুযোগ

—সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নিজস্ব রচনার উপস্থাপনা ও আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি ঘটানোর সুযোগ

—শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও সৃজনশীল ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ

—বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিভিন্ন ভাবনা ও লেখালেখি প্রকাশ করার সুযোগ

—আর্ন্তজাতিক স্তরে যোগাযোগ স্থাপন

শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু প্রকল্প এইসব কটি দিককেই গুরুত্ব দেবে। প্রথম তিনটি বিষয় একেবারেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত, পরের তিনটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিবদ্ধ। প্রাক্চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণ এ সকল কিছুরই ভিত্তি রচনা করে দেয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে নতুন রদবদলের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে প্রথম তিনটি বিষয় আরো একটু খতিয়ে দেখা দরকার। এ প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে এটা সুনিশ্চিত করা যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা হবেন পেশাগতভাবে সুবেত্তা, তাদের দক্ষতা বারংবার পরিমার্জিত হবে, দায়বদ্ধতা বাড়বে, নিজেদের বিকাশে তাঁরা নিজেরাই হবেন উদযোগী এবং তাঁরা শ্রেণীকক্ষে, তার বাইরেও জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের পেশাগত দক্ষতার ছাপ রাখবেন। এই তিনটি দিক তাই খুঁটিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রাক্চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণ হলো প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে আসা একজন অ-প্রশিক্ষিত নবাগতকে দক্ষ ও দায়বদ্ধ শিক্ষকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের মানে হল যাঁরা শিক্ষকতায় রয়েছেন তাঁদের ঘনঘন প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতাকে বাড়িয়ে তোলা—ক্লাসরুমের জন্য আবার ক্লাসরুমের বাইরের জগতের জন্যও। পাঠ্যক্রমে, শিক্ষণ পদ্ধতিতে, মূল্যায়ণে, ক্লাস সামলানোর ও শিক্ষার আগে নানা দিকে যতই নতুন নতুন পরিবর্তন ঘটছে, চাকুরীচলাকালীন প্রশিক্ষণে প্রয়োজনের প্রকৃতি ততই পাল্টে যাচ্ছে, আর সেজন্যই ঘনঘন প্রশিক্ষণ জরুরী হয়ে পড়েছে। অনেক সংস্থা এই কাজ হাতে তুলে নিয়েছে যেমন—ইন্স্টিটিউট অব্ এ্যাডভ্যান্স স্টাডিস ইন্ এড়ুকেশন (আই এ এস ই এস) ; কলেজেস্ অব টিচার এড়ুকেশন (সি টি ই); ডিস্ট্রিক্ট ইন্স্টিটিউট ফর এড়ুকেশন এ্যাণ্ড ট্রেনিং (ডি আই টি ই); স্টেট ইন্স্টিটিউট অব্ এড়ুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং (এস আই ই আর টি); বোর্ডস্ অব সেকেন্ডারী এড়ুকেশনস্ (বি এস ই) এবং জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল্ কাউন্সিল ফর টিচার এড়ুকেশন (এন সি টি ই); ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং এবং ন্যাশানাল ইন্স্টিটিউট্ অব্ এড়ুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যাণ্ড এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন (এন আই ই পি এ)।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়াও, প্রতিটি শিক্ষকেরই কর্তব্য নিজের উদ্যোগেই কোন চর্চার কাজ চালিয়ে যাওয়া যাতে তার ব্যক্তিগত পেশার প্রয়োজনে নিজেকে আরো দক্ষ করে তুলতে পারেন। একজন ভালো শিক্ষক সারাজীবনই শিক্ষার্থী। এই স্ব-শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে সম্পূর্ণ করে ও আধুনিক যুগের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের এটি একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়।

শিক্ষকদের পেশাদারী প্রশিক্ষণের এই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি দিকের কথা ভেবে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে বড় রকমের রদবদল জরুরী হয়ে পড়েছে। তাতে নিম্নলিখিত তিনটি বিচার্য বিষয় রয়েছে :

(১) আজকের দিনে শিক্ষকের কাজের বিশ্লেষণ

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের অর্ন্তভুক্তি, তাদের স্কুলে ধরে রাখা, ও তাদের শিক্ষার মান উন্নতকরা কাজে কী কী জিনিষ প্রয়োজন হবে তার বিশ্লেষণ করা।

(৩) একবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে যে সকল নতুন দাবী ও নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দেবে সেগুলি চিহ্নিত করা।

আজকের দিনে শিক্ষকের কাজের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের তুলনায় তাঁদের কাজের ক্ষেত্র অনেকগুণ প্রসারিত হয়ে গেছে। দেখা গেছে কলেজে থাকাকালীন তাঁরা যে শিক্ষা পেয়েছেন তা তাঁদের পেশার দায়িত্ব মেটাতে নেহাত অপ্রতুল। শিক্ষক, বাস্তবিক পক্ষে, একজন পেশাদারী কর্মী। তাই শিক্ষকদের তাঁদের কাজের বিচিত্র দাবীর মোকাবিলা করার জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। সেইটি হবে প্রাক্ চাকুরী পর্বের কথা চাকুরী চলাকালীন প্রশিক্ষণের এবং ধারাবাহিক স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়ার ও প্রধান উপাদান।

নতুন পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে, কাজও প্রয়োজন-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি কাজের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিদ্যালয়-শিক্ষণের মান উদ্বুদ্ধ করার জন্য। সেগুলি হল :

(১) শ্রেণীকক্ষের কাজ : এতে আছে পঠন পাঠন, মূল্যায়ন ও ক্লাস সামলানো (২) বিদ্যালয় স্তরের কাজ সকলের প্রার্থনাসভার আয়োজন করা, জাতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তিথি উদ্‌যাপন এবং স্কুলের প্রশাসনে অংশগ্রহণ করা **(৩) বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজ** : সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, ভ্রমণ ইত্যাদি **(৪) শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ রাখা ও সহযোগিতা করা** : ছাত্রভর্তি করানো, শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, উপস্থিতির হার বাড়ানো, উন্নতি পত্র নিয়ে আলোচনা, অর্জনের মান উন্নত করা ইত্যাদি এবং **(৫) জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা** : গ্রাম প্রশিক্ষণ, কমিটির কাজ, জনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয় মিলে সম্মিলিতভাবে তিথি উদ্‌যাপন, বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য জনগোষ্ঠীর সহায়তা আদায় করা ইত্যাদি।

স্পষ্টতরই এসব কাজ পড়ানো, মূল্যায়ণ করা, ক্লাস চালানো ইত্যাদি কিছু বাস্তবমুখী দায়িত্ব পালনের

মধ্যেই আবদ্ধ নয়। তাতে আছে আরো কিছু শিক্ষামূলক কাজ যার জন্য শিক্ষককে দক্ষতা অর্জন করতে হয় বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। তাই বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় হাতে কলমে পড়ানো দক্ষতা শুধু নয়, স্কুলে ও স্কুলের বাইরে নানা শিক্ষামূলক কাজের প্রত্যাশা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

এই সব কাজ যাতে শিক্ষকরা দক্ষতার সাথে করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে- প্রয়োজনীয় দক্ষতা ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে। শিক্ষকরা তার ফলে শুধু যে তত্ত্বগুলি ভালোভাবে বুঝবেন তাই নয়, তাঁরা তাঁদের দায়িত্বপালনের জন্য উপযোগী পেশাদারী অন্তর্দৃষ্টি এবং আত্মবিশ্বাসও অর্জন করবেন। আসলে শিক্ষকের দক্ষতাগুলো শেষ যদি শিক্ষার্থীর দক্ষতাকেই বাড়াবে আর উন্নত হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান। এই বহুবিধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষকদের যে ধরনের দক্ষতা চাই তার মধ্যে আছে, ধারণা করার, বিষয় অনুধাবন করার, পরিপ্রেক্ষিত বোঝার, আদান প্দানের, মূল্যায়নের দক্ষতা ইত্যাদি। এইসব দক্ষতা একাধিক কাজের ক্ষেত্রে জরুরী, তত্ত্ব ও ব্যবহার যেখানে মিলে মিশে আছে বিশেষ কুশলতা সম্বলিত দশটি দক্ষতার ক্ষেত্র নিম্নরূপ ঃ

. (১) **পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক দক্ষতা**: সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও তাতে শিক্ষকদের ভূমিকা (২) **ধারণামূলক দক্ষতা** : শিক্ষা, পঠন পাঠন, ও শিক্ষার মনস্তাত্বিক, সামাজিক ও স্নায়বিক দিক ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা (৩) **পাঠ্যক্রম ও অধীতব্য বিষয়সংক্রান্ত দক্ষতা** : শিক্ষার বিশেষ স্তর অনুযায়ী যেমন, প্রারম্ভিক উচ্চ প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি (৪) **আদানপ্রদান মূলক দক্ষতা** : সাধারণ, বিষয় ভিত্তিক ও স্তর ভিত্তিক (৫) **অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজের দক্ষতা** : সকালের প্রর্থনাসভার পরিকল্পনা, আয়োজন ইত্যাদি (৬) **পঠন পাঠনের উপাদান সংক্রান্ত দক্ষতা** : পঠন পাঠনের ধ্রুপদী বিষয়গুলি শিক্ষণের নতুন প্রযুক্তি ও স্থানীয় সম্পদের প্রস্তুতি নির্বাচন ও ব্যবহার (৭) **মূল্যায়নের দক্ষতা** : মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পরীক্ষা ইত্যাদির পদ্ধতির প্রস্তুতি, নির্বাচন ও ব্যবহার (৮) **প্রসাসনিক দক্ষতা** : ক্লাসরুম সংগঠন, বিদ্যালয় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজকর্ম (৯) **শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা সম্পর্কিত দক্ষতা** : অভিভাবক, শিক্ষক সংগঠন ইত্যাদির সাথে যুক্ত কাজ (১০) **জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত দক্ষতা** : জনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক স্বার্থজনিত কাজকর্ম।

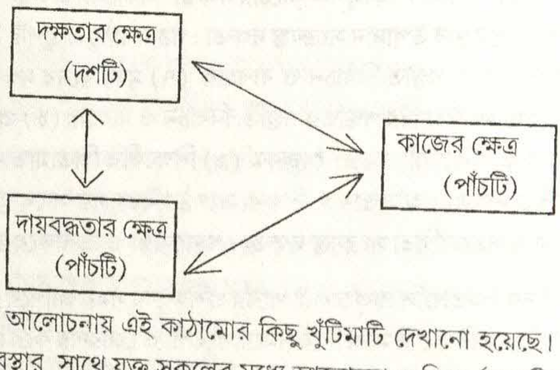
এইসব দক্ষতাগুলি প্রাক্ চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণের সময় জাগিয়ে তুলতে হবে এবং চাকুরী চলাকালীন পৌনপুনিক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে সময়োপযোগী ও জোরদার করে যেতে হবে। এগুলি প্রতিটি শিক্ষকের স্বশিক্ষণেরও প্রয়োজনীয় উপাদান। যদিও এই দক্ষতাগুলি প্রত্যেক শিক্ষককে অর্জন করতেই হবে, লক্ষ্য করা গেছে যে এই দক্ষতাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শিক্ষণের সাফল্য বলে দেয় না। এটি শুধু ভারতবর্ষে নয় সর্ব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সত্যি। তার কারণ হলো শিক্ষকের সাফল্য নির্ভর করে সর্বোপরি তাঁর ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞার ওপর। এই দায়বদ্ধতা হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সকল শিক্ষক ও সকল শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে সর্বত্রই রয়েছে দায়বদ্ধতার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। অনেক শিক্ষাবিদ ও লেখক নানাভাবে আদর্শ শিক্ষকের গুণ ও দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন। সুশিক্ষিত ও সকল শিক্ষক হচ্ছেন তাঁরাই যারা দক্ষ এবং একই সাথে দায়বদ্ধ পেশাদার কর্মী। তাই শিক্ষাকতায় নিয়োজিত হওয়ার অব্যবহিত আগেও শিক্ষকতা করা কালীন প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের এই পেশাদারী দায়বদ্ধতা লালন হওয়া উচিত।

যে উদ্দেশ্যে পাঁচটি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে, সেগুলি হলো :

(১) **শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধতা** : এতে আছে শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসা, তাদেরকে সহায়তা করার মনোভাব এবং তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য ভাবনা (২) **সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা** : যেমন পরিবার, জনগোষ্ঠী ও জাতির উন্নতিতে শিক্ষকের কাজের প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কে ভাবনা ও সচেতনতা (৩) **পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা** : যে কারণেই শিক্ষকের জীবিকা গ্রহণ করা হোক না কেন, সেই জীবিকার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া (৪) **উৎকর্ষলাভের লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা** : 'যে কাজ করব ভালোভাবে করব' এই মানসিকতা নিয়ে ক্লাসরুমে, ক্লাশের বাইরে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিটি কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ এবং (৫) **মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা** : নিরপেক্ষতা, তন্নিষ্ঠতা, বৌদ্ধিক সততা, জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রভৃতি শিক্ষকের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধের সুসংবদ্ধ চর্চা।

সংক্ষেপে, দক্ষতা ভিত্তিক এবং দায়বদ্ধমুখী পাঠ্যক্রমে তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভর দিক রয়েছে। যেমন



এন. সি. টি. ই দ্বারা প্রস্তুত দলিলের আলোচনায় এই কাঠামোর কিছু খুঁটিমাটি দেখানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এই প্রস্তাব শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি করবে এবং এইভাবেই কার্যকরী বিদ্যালয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে শিক্ষণ প্রশিক্ষণের বহু প্রত্যাশিত রদবদলটি সাধিত হবে।

শেষ করার আগে আমি রাষ্ট্রিয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কে অভিনন্দন জানাতে চাই, এবং বিশেষ করে তার সভাপতি অধ্যাপক জে এস রাজপুতকে এই সুদূর প্রসারী ফল সম্পন্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার জন্যে। আমি শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে নতুনত্ব আনার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে যে বিরাট সংখ্যক দক্ষ মানুষেরা সামিল হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অধ্যাপক আর এইচ দাভে

বিষয়সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

১.১ প্রয়োজন

জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের নবনব উন্মেষের সাথে সাথে পৃথিবী যতই ছোট হয়ে আসছে ও পরিণত হচ্ছে একটি বিশ্ব গ্রামে (গ্লোবাল ভিলেজ), শিক্ষকদের ভূমিকা ও ততই পাল্টে যাচ্ছে। শিক্ষা হয়ে উঠছে একান্ত জরুরী, কারণ তা পাল্টে দিতে পারে অর্থনৈতিক চালচিত্র, ও বাস্তবে পরিণত করতে পারে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নকে। নতুন ধরনের শিক্ষকদের তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে যাদের দায়িত্ব শ্রেণীকক্ষের বাইরেও বড় কম নয়।

আজ দেশের সামনে যে বিষয়টি একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো আজও চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশুর কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া যায় নি। তাই বেশী করে জোর পড়ছে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের ওপর, যেমন বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চমানের শিক্ষা দান, পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, গোষ্ঠী জীবনের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক স্থাপন ও শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি। একমাত্র পেশাগতভাবে প্রস্তুত ও দায়বদ্ধ শিক্ষকই পারেন আনন্দময়, কর্মভিত্তিক আদানপ্রদানমূলক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং প্রতিটি শিশুর কাছে শিক্ষার্জনের সমান সুযোগ পৌঁছে দিতে। শিক্ষকরা সেটা পারেন কেবলমাত্র ছাত্রদের সাথে নিবিড় বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমেই। এভাবেই তারা বুঝতে পারেন একটি ছেলে বা মেয়ের শিক্ষার নামে কী কী প্রয়োজন, কোথায় ঘাটতি এবং কীভাবে তার পূরণ সম্ভব। পরিবার বা গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে তার সাথে বিদ্যালয়কে যুক্ত না করে, স্পষ্টতঃই তা সম্ভব নয়। উদ্যমশীল শিক্ষক তৈরী করার প্রয়োজন তাই বেশী করে অনুভূত হচ্ছে, যাঁরা নিজেদের আহৃত দক্ষতাকে আরো পূর্ণ করে নিতে সচেষ্ট হবেন ও সহমর্মিতার বোধ থেকেই ভবিষ্যতের জন্যেও গড়ে তুলবেন নতুন কর্মী। শিক্ষকদের কাজ, বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে, ক্রমশঃই হয়ে উঠছে আরো জটিল এবং বহুমুখী।

১.২ একজন দক্ষ ও দায়বদ্ধ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য :

প্রচলিত ধারণা থেকেই বলা যেতে পারে যে বিশ্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বিস্তৃত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করতে হলে তাঁদের দক্ষতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর জোর পড়বে। যাঁতে তাঁরা ন্যায় ও সাম্যের

লক্ষের দিকে চালিত সামাজিক প্রক্রিয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, একজন ভালো শিক্ষক হচ্ছেন তিনি, যিনি

— ছাত্রদের ভালোবাসেন ও তাদের ভালোবাসা পান, গোষ্ঠীর শ্রদ্ধাভাজন এবং সহকর্মীদের কাছে প্রিয় নম্র, অথচ আত্মবিশ্বাসী, এবং নিজেকে দেশগঠনের কাজের অংশীদার হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত।

— জ্ঞানের বিস্ফোরণের ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের অভিমত সম্পর্কে সচেতন, এবং শিক্ষা সম্পর্কে নতুন প্রত্যাশার বিস্ফোরণ সম্পর্কে ও অবহিত।

— কোথায় সঠিক তথ্যটি পাওয়া যাবে তার খবর রাখেন এবং শিক্ষনের কাজে তাকে ব্যবহার করেন।

— পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে তাল রেখে শিক্ষন পদ্ধতি ও অভিমুখ পাল্টে নিতে আগ্রহী।

— আত্ম বিশ্বাসী, আপন চেষ্টায় নিজেকে উন্নততর ও দক্ষতর করে নিতে আগ্রহী।

— জানেন শিশুদের চোখে তাঁর আদর্শ-রূপ এবং আপন গোষ্ঠীতে নতুন প্রগতির খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তার স্বীকৃত ভূমিকার কথা এবং

— যাঁরা পারবেন প্রতিষ্ঠানের মানোন্নতি ঘটাতে এবং শিক্ষার প্রসার ঘটাতে, তাঁদের সাথে সামাজিক স্তরে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম।

১.৩ শিক্ষা ও সমাজের নতুন দৃশ্যপট

শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে অনেক সময়েই শিক্ষার মান নেমে যায়, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে যদি মান বজায় রাখার জন্যে যথেষ্ট প্রযত্নের অভাব দেখা দেয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। মানের এই অবনতি রোধ করতে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি স্কুল শিক্ষাকে প্রতিটি পর্যায়ে একটি ন্যূনতম মান বেঁধে দেওয়ার কথা ভেবেছিল। তদনুযায়ী, ভারত সরকার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ন্যূনতম মান সম্পর্কে দাভে কমিটি রিপোর্ট -এর সুপারিশ চালু করতে চেয়েছেন । এভাবে শুরু হয়েছিল শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মান, সমতা ও সামাজিক ন্যায়-এবং লক্ষ্যে পৌঁছোনোর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। একই ভাবে উচ্চতর প্রাথমিক স্তরে কাজ করার চেষ্টা হয়েছে যাতে তার সুফল প্রাথমিক শিক্ষার সর্বস্তরেই ছড়িয়ে যায়।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন ও পরিকল্পনার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের চালিত করা হয়েছে অভীষ্ট লক্ষ্যে, এবং শিক্ষন প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যেমন পাঠ্যবই ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চুড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যায়ের শিশুদের ভাষা, গণিত ও সমাজশিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতার কথা ভেবে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য পাঠ্যক্রমেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। শিক্ষকরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন এই নতুন পদ্ধতি। প্রয়োজন অনুযায়ী ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে এমনকি তুলনামূলকভাবে কম মেধার শিশুদেরও একটি দক্ষতার স্তরে পৌঁছে দেওয়া গেছে। এতে শিক্ষকদের মনোবল বেড়েছে।

এসব পরিবর্তনই প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষতা অর্জনের ও দায়বদ্ধতা - বৃদ্ধির প্রয়োজনকে বড় করে তুলেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করাও জরুরী হয়ে পড়েছে। সবার জন্য শিক্ষা, বিশ্বায়ন, মুক্ত অর্থনীতি, প্রচার মাধ্যমের বহুল প্রসার ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পঠনপাঠন পদ্ধতিতে পিছিয়ে থাকা আর চলবে না। এসব নতুন প্রয়োজন ও ভাবনাচিন্তার তাগিদেই বিদ্যালয়, শিক্ষক ও জনগোষ্ঠী — সবাইকে আরো বেশী দৃঢ়তার সাথে নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। এজন্যই দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষকদের শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটানো শুধু তবেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যাবে যথেষ্টভাবে, কার্যকরীরূপে এবং জরুরী ভিত্তিতে।

২য় পরিচ্ছেদ

কাজের বহর

ষাটের দশক থেকেই জাতীয় সমীক্ষা, পাঠ্যক্রমের বিষয় বিশ্লেষণ, দেশজোড়া আলোচনা সভা ও কর্মশালার মাধ্যমে পাঠ্যসূচীর বাস্তবচিত পুনরুজ্জীবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বারবারই প্রাথমিকস্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষকের শিক্ষাক্রমকে পাল্টানো ও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তদনুযায়ী সমসাময়িক প্রয়োজন ও প্রচেষ্টার কথা মনে রেখে প্রশিক্ষন - পরিকল্পনায় বহুবছর ধরেই পরিবর্তন ঘটানের হয়েছে। ১৯৭৮ সালে পূর্বত্তর এন.সি.টি.ই কর্তৃক গঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষন কর্মসূচী নিঃসন্দেহে একটি বড়ো পদক্ষেপ। মোটের ওপর, দশবছর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর দুবছর প্রশিক্ষনের সুপারিশ করা হয়েছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্যে। এই নির্দেশের অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমও আছে এবং তার সবকটিই পেশাগত দিক থেকে জোরালো নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে প্রায় ৫.৯ লক্ষ প্রাথমিক (প্রাইমারী) ও ১.৭ লক্ষ প্রারম্ভিক (এলিমেন্টারী) বিদ্যালয় রয়েছে এবং ১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী তাতে শিক্ষক আছেন যথাক্রমে প্রায় ১৭.৪ এবং ১১.৭ লক্ষ। আঠারো হাজারেরও বেশী প্রশিক্ষক কাজ করছেন ১২০০-র বেশী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষনমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তবু স্বীকার করতেই হবে যে চাকুরীরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের সুযোগ যথেষ্ট সীমিত। একটি হিসেব অনুযায়ী শতকরা ৬.৫ ভাগ শিক্ষক এ মুহূর্তে প্রশিক্ষনের সুযোগ পান।

তবু, মনে রাখতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে ব্লক অথবা জোটভিত্তিক (ব্লক এণ্ড ক্লাষ্টার লেভেল) প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলিতে, যেখানে বারবার চাকুরীরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা হয়েছে। যেখানে জোর পড়েছে ন্যূনতম শিক্ষামান (মিনিমাম লেভেল অব লারনিং) জাতীয় যথার্থ শিক্ষাদান বিষয়ক প্রকল্পের রূপায়নে শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির ওপর। এই প্রচেষ্টাকে আরো বলবর্তী করে তুলতে হবে আরো নতুনতর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে করে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর ভর্ত্তি ধারাবাহিক শিক্ষা দান ও কৃতিত্ব অর্জনের সঠিক কাজটি যথার্থভাবেই সম্পন্ন হতে পারে।

নিকট অতীতের একটি বড় কাজ হল ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং স্থাপন। এগুলিকে জেলা স্তরে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষন কেন্দ্র রূপেই ভাবা হয়েছিল এবং সেগুলি প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেশের প্রায় প্রতিটি জিলায়। আগামী কয়েক বছরে যদি এগুলি কাজ চালু করে দিতে পারে, তবে এই কেন্দ্রগুলি হয়ে

উঠবে শিক্ষকপ্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম নির্মানের, পাঠ্যক্রম উন্নয়নের ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। আর তারই ফলে, উন্নত হবে শিক্ষা ও শিক্ষকের মান। শিক্ষকরা জানবেন তাঁদের চারদিকে দ্রুত ঘটে যাওয়া নানা পরিবর্ত্তনের খবর। যেসব পরিবর্ত্তনের অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে বিদ্যালয় আর শিক্ষার সাথে।

দেশজ পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষনের কাজ করার প্রয়োজনের কথা বহুকাল ধরেই ভাবা হচ্ছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিছু নতুন পদ্ধতি চালু করার চেষ্টাও করেছে এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে, অথবা তার বাইরে গিয়ে। চাকরির আগে বি.এড. পাঠ এবং চারবছরের সংবদ্ধকার্যক্রম চালু করার প্রচেষ্টা হয়েছে। চাকুরীরত শিক্ষকদের জন্যে যেমন প্রোগ্রাম অব মাস ওরিয়েন্টেশান অব স্কুল টিচার এবং ওরিয়েন্টেশান প্রোগ্রাম ফর টিচার স্পেশাল এর মতো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে তেমনি রাজস্থানে ও মধ্যপ্রদেশে শিক্ষাকর্মী, রাজস্থানে লোক জাস্বিস প্রোপেল (প্রোমোটিং প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী এডুকেশন্), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন পুনে, ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারী এডুকেশন প্রোগ্রাম; অন্ধ্রপ্রদেশ প্রাইমারী এডুকেশন ইটিসি ইত্যাদি পরিকল্পনাগুলি নিজেদের আদর্শ নিজেরাই গড়ে নিয়েছে।

এইসকল প্রচেষ্টার অনেকগুলিই এই বিশাল কর্মসম্পাদনের জন্য কিছু প্রয়োজনানুগ বিকল্প রাস্তা বাৎলেছে। তবুও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি থেকেই যায় কি করে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষনকে আরো বেশী কার্যকর ও তাদের প্রয়োজনের অনুসারী করে তোলা যাবে ? নতুন পাঠ্যক্রম পড়ানোর, মূল্যায়নের এবং নতুন প্রয়োজনের মোকাবিলা করার দক্ষতা কি তাঁদের আছে? এর উত্তর পাওয়া সহজ নয় এবং সে উত্তর পাওয়ার প্রচেষ্টা আরো কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম দেবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

কাজের চারটি ক্ষেত্র

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবা হতো যে শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র যে শিক্ষক এক বা দুইবছরের প্রশিক্ষন পেয়েছেন, তিনি তার সেই শিক্ষণ নিয়েই তাঁর শিক্ষকজীবনের বাকী অংশটুকু দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আজ আর, সেকথা বলা চলে না। ধারণা যথেষ্ট পাল্টে গেছে। প্রাক্-শিক্ষকতার শর্তের প্রশিক্ষণ ছাড়াও, একজন শিক্ষকের কাজের জন্য প্রস্তুতির অন্যান্য উপাদানগুলিও যথেষ্ট গুরুত্ব দাবী করে, যাতে তিনি হয়ে উঠতে পারেন প্রকৃত অর্থেই সমসাময়িক। শিক্ষকপ্রশিক্ষণ শুরু হয় প্রাক্- চাকুরীজীবনের পর্ব থেকে এবং তা প্রসারিত হয় (১) চাকুরীকালীন পেশাদারী প্রশিক্ষন এবং (২) অবিরাম স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। একজন শিক্ষককে দক্ষ, দায়বদ্ধ এবং নবনব উন্মেষশালী করে গড়ে তুলতে এ দুয়েরই যথেষ্ট অবদান আছে। যাঁরা প্রশিক্ষন দেবেন তাঁদের শিক্ষিত করে তোলাও সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের দাবী আলাদা, এদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র দক্ষতা দাবী করে। সেই দক্ষতা ও গুণাবলীর চিহ্নিত করণের মাধ্যমেই একজন শিক্ষকের কাজ, তা বিদ্যালয়ের হোক, বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভেতরেই হোক, — সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

৩.১ প্রাক্-চাকুরী পর্বের শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষকতার জীবন শুরু করার আগে একজন শিক্ষকের সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ধ্যানধারনাগুলি বুঝে নেওয়া খুব জরুরী। তাঁকে জানতে হবে তাঁর আপন প্রেক্ষাপট, ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন, জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও শিক্ষাক্ষেত্রের কোনো বিশেষ স্তরের মূল লক্ষ্যবস্তু। শিক্ষার মৌলিক ব্যাপারগুলো জানা ছাড়াও তাঁর শিখে নেওয়া দরকার পাঠ্যবস্তুকে অধিগম্য করা তোলার নানান করণ-কৌশল। বিশেষ করে তাঁকে দেখতে হবে যেন প্রত্যেকটি শিশু তার পাঠ্যক্রমে চিহ্নিত মানের উপযুক্ত দক্ষতাটুকু অর্জন করে নিতে পারে। তাঁকে শিক্ষার্থীর কোথায় অসুবিধে সেটি জানতে হবে। এবং সে অসুবিধে দূর করার ও শিক্ষাকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করে তোলার পদ্ধতি তৈরী করে নিতে হবে, যাতে কোনো শিশুই অবহেলিত না হয়।

আজ সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রয়োজন আরো বেশী করে অনুসৃত হচ্ছে। জাতি গঠনের জন্য এটি একান্ত দরকার যাতে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষ, তারা অতীতে যতই নিগৃহীত হোক না কেন, আজকের উন্নয়নের কাজে সমানভাবে ও সফলভাবে অংশ নিতে পারে। উচ্চমানের সর্বব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাই যেমন পারে

এই লক্ষ্য অর্জন করতে। প্রাক্‌চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণকে সুপটু প্রশিক্ষণ - প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার একান্ত প্রয়োজন আছে। প্রশিক্ষনের নিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও এটিকে শিক্ষকদের বাঞ্ছিত গুণ ও মূল্যবোধের বিকাশের কাজে আরো সক্ষম হতে হবে । যাতে শিক্ষকরা বিদ্যালয় সমাজ ও জাতির প্রতি তাঁদের সর্বাঙ্গীন কর্তব্য আরো সততার সাথে পালন করতে পারেন।

৩.২ চাকুরীরত শিক্ষকদের সুসংবদ্ধ প্রশিক্ষণ

জীবনের সবক্ষেত্রেই ভাব-আদানপ্রদানের প্রযুক্তিতে যুগান্তর ঘটে গেছে। এইসব প্রযুক্তি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্পষ্ট অভিঘাত হেনেছে। শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যাশা বেড়েছে এবং সেইসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষনের কলাকৌশলগুলি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে তার ফলে। শুধু একবার প্রশিক্ষন নিয়ে এলেই শিক্ষকদের আর চলছে না। তাঁদের অর্জিত শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতাকে বাড়ানো এবং আরো আধুনিক করে তোলার প্রয়োজন বড় হয়ে উঠেছে। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষন নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তাই সর্বত্র। স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইত্যাদি সংস্থাগুলি এই ঘন ঘন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন দেশের বিভিন্ন অংশে। শিক্ষকদের মানোন্নয়ন ও তাঁদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য এই ধরনের কার্যক্রম আরো বড় আকারে এবং আরো পরিকল্পনামাফিক হওয়া উচিত। অর্থের সংস্থান যেহেতু সীমিত, তাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা প্রয়োজন। যেমন স্থানীয়ভাবে কয়েকটি স্কুল মিলে শিক্ষক প্রশিক্ষনের কাজটি যৌথভাবে চাপানো যেতে পারে অথবা দেশজোড়া গণমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মূল কথা হল এই সব প্রচেষ্টারই যেন দৃঢ় ভিত্তি থাকে, এবং সেগুলি প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে যথার্থ দিকনির্দেশের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তবেই বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রদত্ত কোন শিক্ষকদের কাজের মানোন্নয়ন ও সমৃদ্ধিসাধনে সফল হবে। প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যে মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। একই কথা বলা যেতে পারে গুজরাট এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন দক্ষতার ভিত্তিতে প্রস্তুত পাঠ্যক্রম চালু করা সম্পর্কেও।

৩.৩ ধারাবাহিক আত্ম-প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের মানোন্নয়নে সাহায্য করতে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণের

প্রকল্পগুলির আরো উন্নতি ঘটানো দরকার, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষকদের আত্মপ্রশিক্ষনেরও। কথায় বলে শিক্ষকরা আজীবন শিক্ষার্থী। গত কয়েক দশকে বিদ্যার্জনের জন্য যেমন নানা প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছে, তেমনি বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগতস্তরে শিক্ষার প্রসারে সংবাদপত্র, শিক্ষামূলক পত্রিকা ইত্যাদির গুরুত্বও বেড়ে গেছে সমধিক। আত্ম প্রশিক্ষণের পথটি খুঁজে পেলে যে কোনো শিক্ষকেরই উপলব্ধি হবে যে পেশাগত অস্তিত্বরক্ষার জন্যে এটিই শিক্ষা ও শিক্ষণের সহজতম রাস্তা। শিক্ষার নূন্যতম মান অর্জন প্রকল্পের রূপায়নের লক্ষ্যে গৃহীত করণকৌশল, শিক্ষকরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে সহজবোধ্য ভাষায় শিক্ষনীয় বস্তুটি অধিগত করানোর ওপর। এই পদ্ধতিগুলিকে চিহ্নিত করে কাজে লাগাতে হবে যাতে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক দুইই আত্মপ্রশিক্ষণে উৎসাহিত বোধ করতে পারেন।

৩.৪ শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতি ও ধারাবাহিক শিক্ষণ

শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক প্রশিক্ষকরা হলেন সেইসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মী যাঁদের কাজ হলো শিক্ষকদেরকে তাঁদের প্রাক্‌চাকুরী পর্বে এবং চাকুরীগত অবস্থায় পেশাগত উন্নতি সাধনে সহায়তা করা এবং ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করা। আত্মোন্নতিতে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক কোনো পরিকল্পনার কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি। অথচ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের চেয়ে এর গুরুত্ব বেশী বই কম নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এজন্য একটি স্বতন্ত্র কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা দরকার।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সুশিক্ষিত শিক্ষক প্রশিক্ষক গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। সেগুলি হলো : (১) একজন শিক্ষকপ্রশিক্ষকের নিয়োগের পূর্বে অথবা একজন প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হলে তাঁকে তৈরী করে নেওয়া এবং (২) কর্মশালা, আলোচনাসভা, স্বল্পমেয়াদী কোর্স, অথবা আত্ম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষকদের ক্রমাগত নৈপুন্যবৃদ্ধির সুযোগপ্রদান করা। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ইত্যাদি জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি স্তরে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষককে যোগ্যতর করে তোলার ব্যবস্থা করার দরকার হবে।

প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলির পরিবেশটি এমন হওয়া উচিত যে নতুনভাবে ভাবার ও কাজ করার মত প্রতিভাবান প্রশিক্ষকেরা আকৃষ্ট বোধ করতে পারেন। তাঁদেরকে সুযোগ দিতে হবে নতুন ভাবনাগুলি পরীক্ষানিরীক্ষা করার, শিক্ষার উপাদান তৈরী করার ও গবেষণামূলক সমীক্ষা চালানোর জন্য। এতে তাঁদের পেশাগত দক্ষতাও বাড়বে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জেলাস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে (ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং) সেখানেই গবেষণা ও সমীক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানেই লক্ষ্য করা গেছে যে তার আশাব্যঞ্জক প্রভাব পড়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষকপ্রশিক্ষণের সর্বব্যাপী চরিত্র

৪.১ প্রাকচাকুরী পর্বের শিক্ষক প্রশিক্ষণ

চাকুরীর আগে পেশাগত প্রশিক্ষণদানের কাজ আসলে একজন সাধারণ মানুষকে সুদক্ষ ও দায়বদ্ধ পেশাগত কর্মীতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। আর. এইচ. দাভে - র মতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ কাজ করার অর্থ হল, পেশাগত কর্মীদের প্রাথমিকভাবে ও ক্রমাগতভাবে সক্ষম করে তোলা, যাতে তাঁরা উপযোগী প্রযুক্তি, কাজকর্ম, উৎসাহ দানের বিভিন্ন পদ্ধতির মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব শিশুকে সুদক্ষ প্রশিক্ষণ দান করতে পারেন। এই সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকপ্রশিক্ষণের মূল উপাদানটির ওপরেই আলোকপাত করছে। কাজের ক্ষেত্রে এটি সুনিশ্চিত করবে উচ্চমানের পেশাগত দক্ষতা যা হুবহু রূপায়িত হলে, গড়ে তুলবে প্রয়োজনীয় করণকৌশল, মনোভঙ্গি ও মূল্যবোধ। বাস্তবসম্পন্ন, প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ও শিক্ষন-দুই এরই জন্যই এগুলি দরকার।

পেশাগত দক্ষতা কী মানের হবে সেটি ঠিক করা জরুরী। ফলে এই মানোন্নয়ন একটি বড়ো কাজ। ভাবী শিক্ষক যখন ছাত্র হয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দেন তখন তাঁর নিজের ছাত্রজীবন থেকে লালিত শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কের ধারণায় অনেক রদবদল ঘটে। তাছাড়া প্রশিক্ষক নিজেই একটি বিশেষ ভূমিকায় আদর্শ স্থাপন করে চলেন যা একজন সাধারণ ব্যক্তির দক্ষ শিক্ষক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া হাতে কলমে ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতার জন্য এসব শিক্ষকঅন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসেন। তারাও এই পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেন। সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষকপ্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের প্রভাব। যার ফলে শিক্ষক পরিচিতি হন শিক্ষানীতির সাথে, অর্জন করেন ক্লাশরুমে ও তার বাইরে শিক্ষকপ্রশিক্ষণের নির্দেশিত পথে শিক্ষনের অভিজ্ঞতা ও নিজের মতে গড়ে তোলার যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতা।

এই সবকিছুর সম্মিলিত ফল হল যে মানুষটি শিক্ষকপ্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একেবারে প্রথম ধাপটিতে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ দায়বদ্ধ পেশাদারী শিক্ষক। এই পরিবর্ত্তন-প্রক্রিয়া হলো সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতির আসল কথা এবং গুনাগুনের ওপর নির্ভর করে কোনো বিশেষ স্তরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান ও উপযোগিতা। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে কাজে যোগ দেওয়ার সময় শিক্ষক-ছাত্রটির ওপর তাঁর নিজের কাজের স্তর অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট

দায়িত্ব বর্তায়। প্রাক্‌চাকুরী পর্বে প্রশিক্ষণের সময় সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নিয়মিতরূপে শিক্ষক হয়ে ওঠার পরও এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা চাই।

৪.২ চাকুরীরত শিক্ষক প্রশিক্ষন

প্রাক্‌চাকুরী পর্বের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য যদি হয় ভাবী শিক্ষককে তাঁর কাজের উপযোগী শক্তি ও জ্ঞান দুইই যোগানো, তাহলে শিক্ষকতা পর্বের প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা হল বিদ্যালয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই শক্তিও জ্ঞানকে আরো বেশী বাড়িয়ে তোলার মধ্যে। বিদ্যালয়স্তরে বিষয় শিক্ষণে পদ্ধতিগত নানা পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। এই ধরনের পরিবর্তন, যেমন শিক্ষার ন্যূনতম মান (মিনিমাম লেভেল অব লার্নিং) প্রকল্পের প্রয়োগ শিক্ষকদের জানতে এবং আত্মস্থ করতে হবে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশের জন্যে যেসব ধারণার সাথে পরিচয় ঘটানের প্রয়োজন তার মধ্যে আছে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাদান, পারদর্শিতা অভিমুখী শিক্ষা, মাননির্দ্ধারক পরীক্ষা ইত্যাদি। তাছাড়াও আছে দক্ষতা -অর্জন - অভিমুখী শিক্ষাক্রম গড়ে তোলা ও ন্যূনতম মানের শিক্ষার্জন হলে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ ন্যূনতম মানের শিক্ষাদান প্রকল্পের রূপায়নের জন্য শিক্ষককে অনেক নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষকের দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও কাজের মান - এই সবকিছুরই উন্নতির প্রত্যাশিত লক্ষ্যের কথা মনে রেখে শিক্ষকপ্রশিক্ষণের কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর গুরুত্ব এভাবেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে।

প্রাক্‌-শিক্ষকতা পর্বের প্রশিক্ষণকে জোরালো করার জন্যে চাই - শিক্ষকতাপর্বের প্রশিক্ষণ যা শিক্ষকদের দক্ষতার মানকে নিরন্তর উন্নত করবে আর জাগিয়ে রাখবে আত্মোন্নয়নের স্পৃহা। প্রাথমিক স্তরে এসব প্রশিক্ষণের সাফল্য শিক্ষকও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনের ওপরই নির্ভর করছে। চাকুরীরত শিক্ষকরা লাভবান হবেন যদি তাঁদের প্রশিক্ষন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট প্রয়োজনের অভিমুখেই চালিত হয়। এসব প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষকরা দৃশ্যতই — ইতিবাচক পরিবর্তনে শামিল হবেন। বৌদ্ধিক, আন্তরিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে বিকাশ সম্ভব হবে। স্পষ্টতই এসব প্রশিক্ষণ হবে বিকাশমুখী এবং তার বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে বা অন্যপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষনযোগ্য হওয়া উচিত।

প্রশিক্ষণের কার্য্যক্রম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক হওয়া উচিত। শিক্ষকতা -পর্বের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনায় নিখুঁত ছকের দরকার। শিক্ষকদের পেশাদারী দক্ষতা অর্জনের সবটুকু সুযোগ লাভের জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ দরকার সেটি

তৈরী করতে কার্যকরী পরিকল্পনার প্রয়োজন। সেটি শিক্ষকের নিজের তথা তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিকাশের পথে একটি মূল্যবান সম্পদ। একথা শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশিত সব রকম দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। দক্ষতাভিত্তিক ও দায়বদ্ধ শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তা আবিশ্যিক।

বর্ত্তমান সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজন ও প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে, এধরনের সুপরিকল্পিত শিক্ষকপ্রশিক্ষণ কার্যক্রমে, শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানের সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করা দরকার। শিক্ষকদের আর মান্ধাতার আমলে তাদের ভূমিকায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না। আজকের দুনিয়ায় তাঁদের নতুন ভূমিকাটিকে চিনতে হবে। তাঁদের কাছে প্রত্যার্পিত দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যপালনের প্রতি ইতিবাচক মনোভঙ্গি নিয়ে সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাঁদের অর্জন করতে হবে। প্রাক্-চাকুরী পর্ব বা চাকুরীচলা কালীন প্রশিক্ষণপর্বে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি তাঁদের সরকারী নীতির স্তরে পঠন-পাঠনে যেসব নতুন প্রকরণ ও ভাবনার আমদানি হচ্ছে তার সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে। দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণদানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবী শিক্ষক, প্রশিক্ষক সকলেরই পঠনপাঠন হতে হবে পারদর্শিতা - অভিমুখী।

৪.৩ শিক্ষকপ্রশিক্ষকদের প্রস্তুতি

প্রাকচাকুরী পর্বে তথা চাকুরীপর্বের পুনরাবৃত্তি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকদের তাঁদের কর্তব্যপালনের জন্য যথেষ্ট দক্ষ ও দায়বদ্ধ হওয়া দরকার। তাঁদের গড়ে তুলতে হবে আদর্শ পরিবেশ। যেখানে উদ্যম আর কাজের মধ্যে দিয়েই বাইরের জনগোষ্ঠীর সাথে যোগ সাধিত হবে। এই যোগাযোগ না ঘটলে প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। পারিপার্শ্বিক সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনুধাবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ও আশেপাশের বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনমেটানোর ভেতর দিয়েই এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সেজন্য শুধু দক্ষ শিক্ষক তৈরীই নয়, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমও তৈরী করে নেওয়া দরকার, যা একদিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণে, অপরদিকে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে সহায়তা করবে।

সেজন্য, উপযুক্ত পদ্ধতি হল ন্যূনতম শিক্ষামান কার্য্যক্রমের কার্যপ্রণালী-মাফিক প্রশিক্ষণপ্রদান। প্রশিক্ষকদেরও অনুরূপ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতিকরনের গুরুত্বের কথা কোনো শিক্ষাব্যবস্থাতেই অবহেলিত হতে পারে না। উচ্চমানের সফলতা ও শিক্ষামানের সুযোগ সব শিশুর কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুদক্ষ প্রশিক্ষকপ্রয়োজন। শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে

প্রাথমিক স্তরে কর্মিষ্ণু ও উন্নতমানের শিক্ষকতৈরীর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শিক্ষকপ্রশিক্ষকরা হলেন এই কাজের জন্য নিয়োজিত এক একজন দায়িত্ববান পেশাদারী কর্মী।

শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের দায়বদ্ধতাই একমাত্র পাল্টাতে পারে দেশের শিক্ষার চালচিত্র। কার্যকরী ও অর্থবহ শিক্ষাও উন্নতির প্রয়োজনে বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় যোগযোগের ব্যাপারটি বুঝতে হবে ও বাস্তবায়িত করতে হবে। শিক্ষকরা যদি জনগোষ্ঠীকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং জনগোষ্ঠী যদি বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলিকে নিজের বলে ভাবে, তবেই একটি সংবেদী শিক্ষক প্রশিক্ষন প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে। তাদের কাজকে আরো কার্যকরী করে তুলতে কি ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন সেটি বুঝতেশিক্ষকদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াও প্রশিক্ষকেরা উভয় স্তরে শিক্ষকদের বিশেষ গুণাবলীকে লালন করতেও জানবেন। বলা বাহুল্য, প্রশিক্ষকদের নিজেদেরও এই গুণগুলি আরো বেশী পরিমাণে ও স্পষ্টভাবে থাকা দরকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও পেশাদারী কৃতিত্ব

প্রাথমিক স্তরে ন্যূনতম শিক্ষামানের প্রকল্পটি সমতা-ও সামাজিক ন্যায় বোধ থেকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চালিত হয়েছে। এটি প্রত্যাশিত অর্জনের মান নিরূপনের জন্য উপযুক্ত দক্ষতারও বিকাশ ঘটিয়েছে। পাঠ্যক্রম, অধীতব্য বিষয় এবং বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন কার্য্যক্রমের ভিতরে যোগ্যতা বাড়ানো ছাড়াও এটি কিছু মূল্যবোধও সৃষ্টি করতে চেয়েছে।

এর মানে হল পাঠের বোঝা কমিয়ে অধীত বিষয়ের সাথে বাস্তবের অর্থবহ সেতুবন্ধন ঘটানোর জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট স্বাধীনতা-প্রদান। বিভিন্নস্তরে দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। প্রারম্ভিক স্তরে উচ্চমানের শিক্ষার বিশ্বায়ন ঘটানোর যে প্রচেষ্টা, শিক্ষার ন্যূনতম মানোন্নয়নের মাধ্যমে সামান্য কটি শিশু নয় উপরন্তু সকল শিশুর পারদর্শিতা বাড়ানোর প্রয়াস তারই অঙ্গ। এটি বাস্তবায়িত করতে শিক্ষকদের গুন ও যোগ্যতাকে বাড়াতে হবে নির্দিষ্ট পথে ও বাস্তবসম্মত উপায়ে। এন.সি.টি.ই জাতীয় স্তরের বিভিন্ন সেমিনারে যেসকল আলোচনার আয়োজন করেছে, সেগুলি থেকে নিম্নলিখিত দশটি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত দক্ষতার কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে —

১। পরিপ্রেক্ষিত সংক্রান্ত দক্ষতা

২। ধারণামূলক দক্ষতা

৩। বিষয়নিষ্ঠ দক্ষতা

৪। আদানপ্রদানমূলক দক্ষতা

৫। অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত দক্ষতা

৬। পঠন পাঠনের উপযোগী উপাদান তৈরীর দক্ষতা

৭। মূল্যায়নের দক্ষতা

৮। প্রশাসনিক দক্ষতা

৯। শিক্ষার্থীর বাবা-মার সাথে কাজ করার দক্ষতা

১০। জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা।

উপরিলিখিত বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনের জন্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট ক্ষমতার প্রয়োজন। কিন্তু একজন শিক্ষক যে তার প্রতিদিনের কাজে তাঁর প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে সুদক্ষ দায়বদ্ধ-কর্মী হয়ে উঠতে পারবেন তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষকের কাজ বড়ো সহজ নয়। পেশাদারী গুন ও দায়বদ্ধতা যদি তার ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হয়ে না দাঁড়ায়, তাহলে প্রশিক্ষণ প্রকল্প অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। শিক্ষককে ক্লাসরুমে ও তার বাইরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সব শিশুকে শিক্ষার্থীতালিকাভুক্ত করার জন্যে, তাদের শিক্ষার রাস্তায় ধরে রাখার জন্যে, দুর্বল শিশুদের ঘাটতি পূরণের জন্যে, বুদ্ধিমান শিশুর আরো বেশী বিকাশ ঘটানোর মধ্যে, স্কুলে ও তার বাইরে সুপরিবেশ সৃষ্টির করার জন্য এবং এরকম আরো অনেক কিছুর জন্যে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বাবা-মা ও জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। এসব কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে, সর্বোপরি, শিক্ষকদের থাকতে হবে ছাত্রছাত্রীর প্রতি স্নেহ ভালোবাসা, তাদের যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য উদ্‌যোগ, সন্তানের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রাপ্তির জন্য তাদের বাবা, মার সাথে যোগাযোগ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে জনগোষ্ঠীর সহায়তা লাভ করার আগ্রহ। শিক্ষকতাজীবন শুরু করার আগে থেকে এবং শিক্ষকতা জীবন চলাকালীন বারবার শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভেতরে দিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে এইসব গুণ ও মূল্যবোধের লালন তাঁদের ধারাবাহিক শিক্ষালাভেরই অঙ্গ। এন.সি.টি.ই আয়োজিত আলোচনাগুলিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে :

১। শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধতা

২। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

৩। পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা

৪। পেশাদারী কাজে দক্ষতা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা

৫। মৌলিক মূল্যবোধগুলির প্রতি দায়বদ্ধতা।

এইসব দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা একত্র হয়ে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মনোযোগ ও কর্মকুশলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সেটিই আবার বাড়িয়ে তুলবে শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আগ্রহ। সমাজের স্বার্থে ও নিজের কাজের আনন্দলাভের প্রয়োজনে প্রতিটি শিক্ষক পৃথকভাবে শিক্ষার্থীর বাবা-মা ও জনগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তুলবেন। এর ফল দাঁড়াবে আরো বেশী দক্ষতা, আরো দায়বদ্ধতা। আর সেটি বাড়িয়ে তুলবে ক্লাসরুমে ও তার বাইরে শিক্ষকের কাজের মান, সম্ভব করে তুলবে উচ্চমানের শিক্ষার বিশ্বায়ন ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আরো বেশী কৃতিত্ব।

একদিকে দক্ষতা ও অপরদিকে দায়বদ্ধতা এই দুয়ের সংযোগে যে পাঁচটি ক্ষেত্রে শিক্ষকরা তাঁদের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারেন সেগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে, এন.সি.টি.ই আয়োজিত আলোচনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি হল

১। ক্লাসরুমের কাজ

২। বিদ্যালয়স্তরের কাজ

৩। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষামূলক কাজ

৪। শিক্ষার্থী বাবা-মার সাথে সম্পর্কিত কাজ

৫। জনগোষ্ঠী ভিত্তিক কাজ

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও কাজের ক্ষেত্রগুলির যে আভাস দেওয়া হয়েছে, তার ফলে উচ্চমানের ছাত্রশিক্ষার প্রয়োজনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

৫.১ দক্ষতার শ্রেণীবিভাগ

৫.১.১ পরিপ্রেক্ষিত সংক্রান্ত দক্ষতা

প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব তাঁর কাজকে শিক্ষার্থীর পিতামাতা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। সে উদ্দেশ্যে তাঁদের আর্থসামাজিক, ভাষাভিত্তিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে পরিবারের ও জনগোষ্ঠীর সম্যক চরিত্রটি অনুধাবন করা দরকার। সমতা, সামাজিক ন্যায় ও শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে সরকারী নীতিগুলির লিখিত রূপ ও জনগোষ্ঠীতে তার প্রতিক্রিয়া কেমন তা জানতে হবে। শিক্ষকের ভূমিকা তাই কেবলমাত্র সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাই শুধু নয়, সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থারই অঙ্গ বিশেষ। তাঁদেরকে তাই জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার বিশ্বজনীন ও স্থানীয় রূপগুলির সাথে পরিচিত হতে হবে। দেশে ও নির্দিষ্ট রাজ্যে স্বাক্ষরতা বিকাশের বাধাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। তাছাড়া, জানতে হবে কম ছাত্রভর্তির, মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার, বিদ্যালয়গুলিতে উন্নতির প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি কি কি। তাঁদেরকে চিনতে হবে সমাজের বৈচিত্র্যকে, আবার সেই বৈচিত্র্যকে এক সূত্রে বেঁধে ঐক্যের রাস্তাকে প্রশস্ত করার উপায়টি ও জানতে হবে, যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ নিয়ে সম্মান ও সাম্যের বোধ নিয়ে বাঁচতে পারে। তাঁদের আরো অন্যান্য বিষয়গুলো, যেমন

উন্নয়নমূলকবাজ, নগরায়ণ, বেকারত্ব, মূল্যবোধের প্রচার, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কেও জানতে হবে বিশেষ জনগোষ্ঠীর পটভূমিকায়। এসবের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের কাজের ও কাজের প্রস্তুতির বিশ্বাসযোগ্যতা শিক্ষকতার কাজের প্রধান শর্ত। তাঁরা তাঁদের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন হবেন ও তদনুযায়ী দক্ষতা ও করণকৌশল অর্জন করবেন। সেই দক্ষতা বাড়াবার যেটুকু সুযোগ রয়েছে বর্তমান শিক্ষাক্রমে, তার সবটুকু সদ্ব্যবহার করতে হবে। ঘাটতি যেটুকু থাকবে তাকে পূরণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে ও কাজের পদ্ধতি তৈরী করতে হবে।

৫.১.২ ধারণা দক্ষতা

শিক্ষার যথার্থ প্রেক্ষাপটটি শিক্ষার্থী-শিক্ষককে চিনে নিতে হবে যাতে তিনি নতুন অভিজ্ঞতাকে অর্থবহভাবে গ্রহণ করতে পারেন, আরো বিশদ বুঝতে পারেন ও শিক্ষার অর্থ তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। শিশুর বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে তার শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষার গুরুত্ব ও তাকে জানতে হবে। শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগিয়েই গড়ে তুলতে হবে শিশুটির সাথে তার পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে আদানপ্রদানের ও হাতেকলমে কাজের বাস্তব সেতুটি। শ্রেণীকক্ষে সামাজিক বিন্যাসের ধারণাটি স্পষ্ট হলে বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে পড়াশোনা বা পড়াশোনা বহির্ভূত কাজের আয়োজন করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে। এটি তাকে সাহায্য করবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করতে যেমন, শিক্ষকদ্বারা শিক্ষা সম্মিলিত পাঠ, নিজের তাগিদে স্বতন্ত্র পঠন প্রভৃতি।

শিক্ষার্থী শিক্ষককে তাছাড়াও জানতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্বায়নের ব্যাপারে আমাদের সংবিধানের নির্দিষ্ট করে দেওয়া তিনটি দিকের কথা। যেমন ১) সার্বিক শিক্ষার্থী তালিকাভুক্তি করণ ২) শিক্ষার্থীকে ক্লাসে ধরে রাখা এবং ৩) উচ্চমানের সার্বিক শিক্ষাপ্রদান। আজ অবধি যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে সেগুলি এবং বিশেষত শিক্ষার ন্যূনতম মান অর্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত দক্ষতা ভিত্তিক পঠনপাঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ও তাঁকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের কথাও তাঁকে জানতে হবে যাতে তাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া যায়। বিশ্বায়ন, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি ধারণাগুলি যে আরো নতুন নতুন

ধারণার জন্ম দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে ও স্পষ্টভাবে জানতে হবে শিক্ষককে, যাতে সেইসব ধারণা পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। এইসব ধ্যানধারণার কেন্দ্রগুলোকে ক্রমাগত প্রসারিত করে যাওয়া যেতে পারে। আর তার ফলে শিক্ষকেরা হয়ে উঠবেন আরো দক্ষ ও তাদের সেই দক্ষতা পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতাকেই সমৃদ্ধ করে তুলবে।

৫.১.৩ বিষয়সংক্রান্ত দক্ষতা

বলাবাহুল্য, প্রারম্ভিক স্তরে দক্ষতাভিত্তিক পাঠক্রমে দক্ষতার যে ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে, সেগুলির ওপরে শিক্ষক পারদর্শিতা অর্জন করবেন। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবনিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শতকরা ৭৫ ভাগ পেয়ে পাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশভাগই - প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের ওপর ভিত্তি করা বিষয়ের ওপর নেওয়া পরীক্ষাতেই শতকরা ৩০ নম্বর অর্জন করতে পারেন নি। সেজন্য শিক্ষকপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষনের সময় শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উচিত দাভে কমিটির রিপোর্ট অথবা তার রাজ্যভিত্তিক পরিবর্তিত রূপটিতে যে সকল দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেগুলি অর্জন করা। শিক্ষার্থী-শিক্ষককের পাঠ্যক্রমের বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকা দরকার এবং তাঁকে অন্যান্য দক্ষতার সাথে যুক্ত করে নেওয়ার ক্ষমতাও জরুরী। এভাবেই তাঁরা বিদ্যার্জনের নানা ফাঁক ফোঁকর ও বাধাগুলোকে চিনবেন। যেখানে আনন্দে কাজ করার সুযোগ আছে, স্বতন্ত্রভাবে বা সম্মিলিত পাঠের সুযোগ রয়েছে, পাঠ্যক্রমের সেসব জায়গাগুলিকে তাঁরা চিহ্নিত করবেন। পঠন পাঠনের প্রক্রিয়াতে বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধিসাধনে প্রচার যন্ত্রগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার চলতে পারে, যার ফলে আদানপ্রদানের পদ্ধতিও সহজতর হওে উঠবে।

৫.১.৪ আদানপ্রদানমূলক দক্ষতা

পঠন পাঠন প্রক্রিয়া শিক্ষক ও ছাত্রকে একটি আদানপ্রদানের সম্পর্কে আবদ্ধ করে, এবং তারই ফলে প্রার্থিত দক্ষতা গড়ে ওঠে। শিক্ষণের ধারণাটি তিনটি স্তরে বিভক্ত : পরিকল্পনা, পঠনপাঠন এবং মূল্যায়ণ। আদানপ্রদানের সময়ে শিক্ষক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে তোলেন এবং আদানপ্রদানের শেষে দক্ষতা অর্জনে সে শিক্ষা কতটা কার্যকরী হলো তার মূল্যায়ণ করেন। পাঠ্যক্রমের অসম্পূর্ণ দান-পরিগ্রহণ প্রারম্ভিক স্তরে দুর্বলতার অন্যতম

কারণ। ১৯৮৬ সালে রচিত জাতীয়শিক্ষানীতির ওপর তৈরী ১৯৯২ সালের আচার্য রামমূর্তি কমিটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শিক্ষকপ্রশিক্ষণে যেহেতু তত্ত্বের ওপরে জোর দেওয়া হয় সে কারণে হাতে কলমে শেখানোর কাজটি অবহেলিত হয়ে থাকে। অনেকগুলি কমিশনই প্রকৃতপক্ষে, এই ঘাটতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। ১৯৬৪-৬৬ সালের কমিশন এই হাতে-কলমে শিক্ষণের ব্যাপারটি শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রক্রিয়ায় দুর্বলতম স্থান বলে চিহ্নিত করেছিল এবং এতে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করার সুপারিশ করেছিল। শিক্ষার্থী-শিক্ষকের তাই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

কুশলতাভিত্তিক পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় অধীতব্য পাঠ্যক্রম নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দক্ষতাগুলিকে পারদর্শিতা-মান অর্জন করার মাধ্যম হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পড়াবার সময় শিক্ষক মনস্তাত্ত্বিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক নীতিগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেনই। সেই সাথে শিশুর বেড়ে ওঠাতে এগুলির প্রাসঙ্গিকতা কোথায় সেটিও জানবেন। যাতে শিশুর জ্ঞানার্জনে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া এতে সহজতর হবে।

শিশুরা যেহেতু কমসময় দিতে পারে পড়াশোনার কাজে, তাই শিক্ষকদের উচিত অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যাদানের কাজ-আবদ্ধ রাখা। যাতে শিশুরা বেশী সময় নিয়ে নিজেরা দলবেঁধে বা স্বতন্ত্রভাবে শিখতে পারে। যে দক্ষতা তারা অর্জন করতে পেরেছে তাকে আরো জোরদার করাই পাঠ্যবইএর কাজ। শিক্ষকরা সেটিই করবেন শিশুদেরকে সামিল করে নিয়ে।

শেখার কাজটি শিশুরা যাতে আনন্দের সাথে এবং নিজেরা ভাগাভাগি করে নিতে পারে সেজন্য গল্প বলা, গানকরা, খেলাধুলা, বেড়াতে যাওয়া, জাতীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন - এগুলির ব্যবস্থা করা উচিত। এই শেখার কাজকে জোরদার করতে পঠনপাঠনের উপাদান তৈরী করতে ও শিখতে সাহায্য করার যেসব পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেগুলি ব্যবহার করতে হবে। মূল্যায়নের কাজকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে ভালো ছাত্র ও দুর্বল ছাত্রকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। এবং বুদ্ধিমান ছাত্রের আরো বেশী বিকাশের জন্য এবং দুর্বলতর ছাত্রদের ঘাটতি পূরণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। একক শিক্ষক পরিচালিত বা বহুস্তর বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই-এর অনুশীলন অংশটিকে ছাত্রদের পৃথক বা দলবদ্ধভাবে

নিয়ে বসে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার ফলে একই ক্লাসরুমে একদল ছাত্র/ছাত্রীর অর্জিত দক্ষতায় পরিপোষণ করা যাবে আবার আরেক দলকে নতুন দক্ষতা শেখানোও যাবে। শিক্ষককে এভাবে একসাথে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের শেখাবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও করণকৌশলের ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক এই দুই ধরনের শিক্ষকদেরই আদানপ্রদানের দক্ষতা উঁচুমানের হওয়া দরকার।

৫.১৫ অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত দক্ষতা

পড়াশোনার উদ্দেশ্য হল শিশুদের বোধবুদ্ধিকে জাগ্রত করা। কিন্তু শিশুর পরিপূর্ণ বেড়ে ওঠার জন্য সেটুকুই সব নয়। জ্ঞানের জগতের বাইরেও তার বিকাশ দরকার। আর পঠনপাঠনের প্রক্রিয়ায় এই দিকটির ওপরও জোর দেওয়া উচিত।

শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানা কাজকর্মে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে মূল্যবোধগুলি আয়ত্ত করে। সমবেত প্রার্থনা; স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শিশুদিবস, শিক্ষক দিবস, জাতীয় নেতাদের জন্মদিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তিথি পালন; জন্মাষ্টমী, নবরাত্র, গনেশমহোৎসব, দীপাবলি, ঈদ্, বড়দিন, মহাবীর জয়ন্তী, বুদ্ধজয়ন্তী, গুরুনানকজয়ন্তী প্রভৃতি উৎসব উদ্‌যাপন; চক্ষুদান শিবির, পোলিও-অভিযান, ভ্রমন, নাটক ইত্যাদি সামাজিক কাজ; প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিশীল মানুষের সাথে আলাপচারিতা প্রভৃতিতে যুক্ত থাকা দরকার।

শিক্ষার্থী-শিক্ষকের এ ধরনের কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদন করার দক্ষতা অর্জন করা উচিত। এটি তাঁকে শিক্ষক হিসেবে এবং সমাজের নেতা হিসেবে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে।

৫.১.৬ পঠন পাঠনের উপাদান তৈরীর দক্ষতা

দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন পঠন পাঠনের নানান ধরনের উপাদান, নিজে শেখার মতো উপাদান। এগুলি অন্তর্ভুক্ত না করলে শিক্ষার্থী পারদর্শিতার স্তরে তার দক্ষতাকে কখনো নিয়ে যেতে পারবে না। নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন রূপে পাঠ্যবই ও অনুশীলন পুস্তিকা তৈরী করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে দল বেঁধে শিক্ষা নিতে পারে ও ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে সেরকমভাবে পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি ছেলে যাতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা নিতে পারে সেজন্য নিজে শেখার উপযোগী উপাদান পাঠ্যতালিকায় রাখতে হবে। অনুশীলন পুস্তিকা আরো কিছুদিন বহুস্তর শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষকদের কাজে লাগবে।

নিজেদের বিকাশের প্রয়োজনে শিক্ষকরা তাঁদের জন্য লিখিত পুস্তিকাদি ব্যবহার করতে পারেন। ছবি, তালিকা, ম্যাপ, সারণী, নমুনা পঠন পাঠনের এসব ধ্রুপদী সহায়ক বস্তুগুলি তৈরী, নির্বাচন এবং ব্যবহার করতে হবে। তাহলে শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে আরোও।

নিজেদের শিক্ষণ পদ্ধতিকে আরো কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে শিক্ষকরা আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল শিক্ষণ সামগ্রীর ব্যবহারও করতে পারেন। যেমন অডিও টেপ, ভিডিও টেপ, স্লাইড, রেডিও, টি.ভি., কম্প্যুটার ইত্যাদি। ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে ছাত্রদের ঘাটতিপূরণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত শিক্ষণীয় উপাদান তৈরী করে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে কাজের মান দেখেই ঠিক করতে হবে কার কোথায় জোর, কার কোথায় দুর্বলতা।

শিক্ষার্থীর নিজের জায়গাতেই যেসব শিক্ষার সহজলভ্য উপকরণ ছড়িয়ে আছে যেমন ব্যাঙ্ক, পোষ্ট-অফিস, হাসপাতাল, এন.সি.সি. কেন্দ্র, পি.সি.ও বুথ ইত্যাদি শিক্ষককে ব্যবহার করতে হবে পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য।

৫.১.৭ মূল্যায়নের দক্ষতা

দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ মূল্যায়ণ ব্যবস্থাও চালু করতে হবে। শিক্ষার্থীর পরিমাণগত ও গুণগত দু ধরণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই যেহেতু সমগ্র প্রকল্পটি চালিত হচ্ছে তাই প্রশিক্ষণকে বিকাশমুখী মূল্যায়নের উপযোগী করে তুলতে হবে। মূল্যায়ণ শুধুই পরিমান নির্ভর বা নৈর্ব্যক্তিক হলে চলবে না। বরঞ্চমূল্যায়ণ হবে ইতিবাচক, ভয় বা ঘৃণা- উৎপাদক নেতিবাচক নয়। শিশুদের উন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রভাব সৃষ্টির জন্য শিক্ষকদের মধ্যে কিছু নতুন ধারণার জন্ম দেওয়া দরকার। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভেবে দেখা জরুরী :

ক) শতকরা ৩৫ নম্বর পেলে পাশ — এই ধারণাটি উঠিয়ে দিয়ে সব

শিক্ষার্থীর মনে আরো উচুঁমানের দক্ষতা অর্জনের প্রত্যাশা জাগিয়ে দেওয়া উচিত।

খ) শিক্ষকদের উচিত তাঁদের শিক্ষার ফল ছাত্রদের কাছ থেকেই বুঝে নেওয়া এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিজেরা শিক্ষার্জনে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে সেটিও যাচাই করে নেওয়া। এটি শিক্ষকদের আত্ম বিশ্লেষণেও সহায়তা করবে। যার ফলে তাঁদের পড়ানোর পদ্ধতিতে উন্নতি ঘটবে আর ছাত্রছাত্রীরাও শিখবে আরো ভালো। সম্ভব হলে সবটুকু ফল পাওয়ার জন্যে শিক্ষার্থীর বন্ধুবান্ধব ও তাদের বাবা-মা-কেও সামিল করে নেওয়া যেতে পারে।

গ) ক্লাসরুমে নিরন্তর মূল্যায়নের আদর্শ ধারণাটি গ্রহণ করা উচিত। সেটি হবে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষাগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে নয়। ক্লাসরুমে তাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষন করে এবং পঠন পাঠনে ও অনুশীলন পুস্তিকা ব্যবহারে তাদের আচরণ বিচার করে।

এসমস্ত তথ্য শিক্ষক ব্যবহার করবেন শুধু ক্লাসরুমে পড়াবার কথা ভেবে নয়, উপরন্তু উচ্চমানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য। অর্থাৎ শিক্ষকের একটি মূল্যায়নের চোখ থাকা চাই যার জোরে তিনি সারাক্ষণই পঠণপাঠনের ফলাফল নিরূপণ করে চলবেন।

তাছাড়া রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে মাঝেমাঝেই মূল্যায়নের কাজ তাঁকে করে যেতে হবে। পূর্বে রোগ-নির্ণয় বলতে শুধু ঘাটতি পূরণই বোঝাত। আজ, সমানমানের শিক্ষা সকলের কাছে পৌছে দেওয়ার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রোগ-নির্ণয় বলতে ঘাটতি পূরণ ছাড়াও বিকাশ আর সমৃদ্ধিকরণও বোঝায়। যে শিক্ষার্থী শতকরা ৫০ বা ৬০ নম্বর পেয়েছে তাকে তার দক্ষতাকে পারদর্শিতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রবর্তনা ও সাহায্য জুগিয়ে যেতে হবে।

নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক মূল্যায়ণ ও বার্ষিক মূল্যায়ণের দরকার হবে। ধীরে ধীরে বার্ষিক পরীক্ষার ওপরে জোর কমিয়ে আনতে হবে যাতে সব মূল্যায়নই হয়ে ওঠে রোগনির্ণয়ক্ষম এবং বিকাশমুখী। শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক নয়।

৫.১.৮ প্রশাসনিক দক্ষতা

প্রতিটি শিক্ষক একটি বিশেষ শ্রেণীর ও একদল ছাত্রছাত্রীর প্রশাসক। ক্লাসে সার্বিক পঠন-পাঠন, বা বিশেষ বিষয় পড়ানো বা স্কুলের বাইরেও তাঁর কাছে প্রত্যাশিত নানান কাজে প্রশাসকের ভূমিকা পালন করার দক্ষতা তাঁকে শিখিয়ে দিতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পর্বেই এই দক্ষতাগুলি শেখানো চাই। স্কুলের পঠনপাঠনের কাজকে পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে প্রতিটি শিক্ষককে তাঁর সহকর্মী ও প্রধান শিক্ষকের সাথে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে জানতে হবে। অর্থাৎ স্কুল প্রশাসনে তাঁর দায়িত্বের অংশটুকু তাঁকে বুঝে নিতে হবে।

বিদ্যালয় একটি বৃহত্তর ব্যবস্থার অঙ্গ। সেই ব্যবস্থাটি চালিত হয় কিছু নিয়মকানুন ও কিছু কর্মী দ্বারা। এই বৃহত্তর ব্যবস্থার পটভূমিকায় শিক্ষককে তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেখানে একজনই শিক্ষক বা বহুস্তর শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে শিক্ষককে কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশেষ করে প্রশাসনিক স্তরে। প্রাক্ চাকুরীপর্বে বা চাকুরী চলাকালীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণপর্বে এই প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

৫.১.৯ শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে কাজের দক্ষতা :

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শিক্ষার সার্বিক প্রসারের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনার মাঝপথে থেমে যাওয়া বা শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত না হওয়া শিশুরাই প্রধান লক্ষ্যবস্তু। উভয় ক্ষেত্রেই পিতামাতার ভূমিকাটি খুব জরুরী। অতীতে এই প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় নি, এখন অনেক কারনেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

(ক) শিক্ষার সার্বিক প্রসারের জন্য পিতামাতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন অবশ্য কর্তব্য। পিতামাতারা যখন বিভিন্ন কারণে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না, তখন তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। পিতামাতারা নানান সামাজিক অবস্থায় বাস করেন। তাঁরা নিরক্ষর হতে পারেন, দরিদ্র হতে পারেন, বিভিন্ন জাত বা জনজাতিরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাঁদের অনেকেই তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত না হতে পারেন। শিক্ষকরা

ছাত্রদের অন্তর্ভূক্তির জন্য, তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্যেও উন্নতমানের শিক্ষার জন্যে পিতামাতার সহযোগিতা আদায় করার বিভিন্ন উপায় জেনে নেবেন।

খ) পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের সময়মত স্কুলে আসা ও পড়াশোনা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন।

গ) শিক্ষক ও পিতামাতার যোগযোগটি প্রার্থিত ফলালাভের জন্য খুব জরুরী। সেজন্য পিতামাতাকে সাক্ষর হতেই হবে এমন নয়। তাঁদের সন্তানদের মানোন্নয়নের ব্যাপারে পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি খুবই দরকার।

ঘ) যে কোনো প্রকারেরই হোক, ছাত্রদের উন্নতির গতিরেখ শিক্ষক তৈরী করে নেবেন এবং তা নিয়ে পিতামাতার সাথে আলোচনা করবেন।

ঙ) ক্লাসরুমে শিক্ষককে নানাধরনের ছাত্রকে পড়াতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ দুষ্ঠু, কেউ দুর্বল, কেউ বা বিশেষভাবে সপ্রতিভ। এমতাবস্থায় শিক্ষকদের পিতামাতার সাহায্য চাইতে হবে এবং শিশুর সঠিক বেড়ে ওঠার জন্য তার জোর এবং দুর্বলতার স্থান চিহ্নিত করে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

আরো অনেক ক্ষেত্রের মতো এসব ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা জরুরী এবং তাঁদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষককে নতুন ধরনের দায়বদ্ধতা অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষন দেওয়ার সময় শিক্ষককে শিক্ষন প্রক্রিয়ায় পিতামাতার এই প্রাসঙ্গিকতাটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই।

৫.১.১০ জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করার দক্ষতা

স্কুলের উন্নতি ঘটানোর জন্য শিক্ষককে জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা নিতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বে এই সত্যটি অবহেলিত ছিল এবং বিদ্যালয় ছিল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো বিদ্যালয় চলতে পারে না। শিক্ষকের তাই উচিত বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চেষ্টা করা। এই কাজ করতে

হবে সুশৃঙ্খল দক্ষতায়। শিক্ষককে জানতে হবে জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এবং কিভাবে স্কুলের উন্নতিতে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে, তাও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে এক্ষেত্রে কিছু ভালো কাজ হয়েছে। তবে এখনো সুশৃঙ্খল উপায়ে অনেক কাজ করা বাকী। প্রারম্ভিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের জনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে এবং গ্রাম শিক্ষাসমিতি বা ভিলেজ এডুকেশন সোসাইটি র প্রতিষ্ঠা এই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শিক্ষকদের সামনে এখন কঠিন কাজ। জনগোষ্ঠীর কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তোলার মতো দক্ষতা তাঁদের অর্জন করতে হবে, আবার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে জনগোষ্ঠীর সহযোগিতাও সুনিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য জনগোষ্ঠী সমীক্ষা, বিদ্যালয়ের অবস্থানের ছক তৈরী করা ইত্যাদি কাজের দক্ষতা তাঁদের থাকা চাই। ছাত্রদের পড়াশোনার সাহায্য করা অবশ্যই শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। সেটি ভালোভাবে করা যাবে জনগোষ্ঠীর সাহায্য পেলে এবং শিক্ষকের কাজ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারে তার সহায়তা লাভ করলে।

জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন করা সহজতর হবে যদি একটি 'গোষ্ঠী-চিত্র' (কমিউনিটি প্রোফাইল) তৈরী করে নেওয়া যায় যাতে তপঃশিলী জাতি উপজাতি, সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, মোট জনসংখ্যা, স্বাক্ষরতার হার, গোষ্ঠীর গঠন, গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকবে। এটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারে কাজে লাগবে। এইসব তথ্য জোগাড় করা ও ব্যবহার করা ও জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর নানা উপায়ে উদ্ভাবন করা আজ শিক্ষক প্রশিক্ষণের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫.২ দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সামাজিক সংহতিকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে যেসব অবশ্যাম্ভাবী জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্যের এই চিহ্নিতকরণের গুরুত্ব বোঝা

কঠিন নয়। দক্ষ-শিক্ষক তাঁর আপন দক্ষতার জোরেই এই বাস্তবতায় সাড়া দেবেন। বিদ্যালয়ে, শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে আচরণে, জনগোষ্ঠির সাথে ব্যবহারে তাঁরা কিভাবে তাঁদের ভূমিকা পালন করবেন, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

এটি করতে কিছু মানবিক গুণের অর্জন ও ব্যবহার দরকার। যিনি প্রতিটি ছাত্রকে ভালোবাসেন, কেবল তিনিই একজন ভালো শিক্ষক হতে পারেন। তিনি সহকর্মী, বয়স্ক ব্যক্তি এমনকি তরুনদের সমালোচনারও মুখোমুখি হবেন। তাঁকে তাঁর চিন্তায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। শিশুদের বিশেষ করে যারা বেশী সংবেদনশীল তাদের সাথে ব্যবহারে শিক্ষককে বিশেষভাবে সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। তাঁর সহ্যশক্তি ও বিনয় তাঁকে তাঁর ছাত্র, তাদের পিতামাতার ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে প্রিয় করে তুলবে, এবং এইভাবে পঠন পাঠনের প্রক্রিয়াতেই আস্থা বাড়বে। শিক্ষকদের কাছে তাঁদের নিজেদের ভাবমূর্তিটি স্পষ্ট হওয়া দরকার, যাতে তাঁরা আরো ভালো কাজ করতে পারেন ও নিজেদের ভূমিকাটিও বুঝতে পারেন।

পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি এইসব গুণগুলি শিক্ষকদের দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করবে। এটি সব শিক্ষার্থীর কাছে সমান সুযোগ ও সমান সফলতার দরজাটি উন্মুক্ত করে দেবে। নীচে প্রদত্ত পাঁচটি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষকের ভূমিকাকে ঢেলে সাজাতে ও ভবিষ্যতের নাগরিক সৃষ্টি করার কাজে।

৫.২.১ শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধতা

শিক্ষকের যোগ্যতার বিচার হয় তাঁর শিক্ষার্থীকে তিনি কতটা শেখাতে ও মানুষ করতে পেরেছেন সেই কষ্টিপাথরে। শেখা একটি বিশেষ মনোভঙ্গির ফল যা বিদ্যালয়ে সূচিত হয় ও সারাজীবন সঙ্গী হয়ে থাকে। সেটি সম্ভব হয় তখনই যখন শিক্ষার্থী ভাবে যে শেখা একটি আনন্দময় ও ফলদায়ক কাজ। এতে শুধু শিক্ষার্থীর আনন্দ নয়, যিনি ভালোবেসে শেখাচ্ছেন তাঁরও আনন্দ। শিক্ষকের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা শিক্ষার্থীর কাছে একটি তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধতার মানে হলো শিশুদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা, তাদের ভুলচুক ও নানা ধরনের দুষ্টুমির প্রতি ক্ষমাদৃষ্টি, আর সেই সাথে ঠিকঠাক

পাঠ বুঝিয়ে দেওয়া, তাদের বিকাশের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা, তাদের মানবিক শক্তির বিকাশ সাধন করা এবং তাদের জীবনের মানের উন্নতি ঘটানো। এইসব দায়বদ্ধতা শিক্ষকের ভূমিকাকে আরো সফল করে তুলবে।

মনস্তত্বশিক্ষার পাঠের সাথে শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসার দিকটি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক রেগে যাওয়ার মুহূর্ত্তগুলিতে আত্মবিশ্লেষর করবেন ও নিজের প্রতিক্রিয়া লিখে রাখবেন, যাতে সেখানে রদবদল ঘটানো যায়। দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে তোলার কাজে আত্মবিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। শিক্ষককে ছাত্রের ওপরে তাঁর ক্রোধের কি প্রভাব পড়েছে সেটিও খতিয়ে জানতে হবে। তাঁদের জিম্মায় থাকা শিশুদের পরিপূর্ণ-বিকাশের জন্য সবটুকু চেষ্টাই আন্তরিকভাবে করতে হবে। এই দায়বদ্ধতার শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষনের সময়েই হয়ে যাওয়া উচিত।

৫.২.২ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে তিনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধ। তাঁকে সততার সাথে সেই জনগোষ্ঠীর সেবা করতেই হবে। সেই সেবা নানাধরনের হতে পারে। যেমন, সমাজের যেসব অংশে শিক্ষার আলো পৌঁছায় নি, সেখানে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে দরিদ্র ও বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের জন্য দরকার কিছু বাড়তি মমতা। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুললে যে শুধু তারেই উপকার করা হবে তাই নয়, সমাজও উপকৃত হবে। তাদের নতুন শিক্ষা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নতুন উৎপাদনক্ষমতার জন্ম দেবে ও সমাজের মান উন্নত হবে। সমাজের এই অংশের বড়োরা বয়স্ক শিক্ষাপ্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন আর শিশুরা প্রারম্ভিক স্কুলে বা এন.ই.ই ক্লাসগুলিতে ভর্তি হবে, যাতে সমাজের উন্নতিতে এরা সবাই অংশ নিতে পারে। শিক্ষকের কাজ দরিদ্র-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শিশুর প্রতি মমতাবোধ জাগ্রত করা, শিশুদের উন্নতিসাধনের পিতামাতাকে প্রাণিত করা, স্কুলের উন্নতিসাধনে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা এবং শিশুদের শিক্ষার্থী তালিকাভুক্তি করণে স্বেচ্ছায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

একজন দায়বদ্ধ শিক্ষক সমাজের প্রতিটি সদস্যের মনে সমাজের

প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে পারেন। এটি করতে পারলে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সম্পদসৃষ্টি ও ছাত্রদের উৎসাহিত করার কাজে জনগোষ্ঠীর সাহায্যলাভ কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না। জনগোষ্ঠীর বন্ধু বলে নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শিক্ষককরা সম্মান পাবেন। যদি শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের পক্ষে ইতিবাচক ও সহায়ক হয়, তবে সমাজ অবশ্যই তা উপলব্ধি করবে। শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা ক্রমশঃই ছড়িয়ে যাবে গোটা সমাজের অভিমুখে। শিক্ষকরা যেহেতু জাতিগঠন করেন, তাই সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্যে শিক্ষকএবং শিক্ষক প্রশিক্ষক উভয়ের এই দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।

অর্থাৎ, শিক্ষকেরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বুঝবেন, স্কুল ও জনগোষ্ঠীর উন্নতি সাধনে নিজেদের নিয়োজিত করবেন, শিক্ষার্থী, তার পরিবার জনগোষ্ঠীর বিকাশ সাধনের জন্য মানবসম্পদ তৈরী করে নেবেন ও জাতির উন্নতিতে নিজেদের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন।

৫.২.৩ পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা

এই দায়বদ্ধতার দুটি দিক। শিক্ষকতা-জীবিকার জন্য গর্ববোধ ও পেশাগত উন্নতিসাধনের জন্য তীব্র আকাঙ্খা। দেশে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এই জীবিকায় যোগ দিচ্ছেন পরিস্থিতির চাপে, অন্তর্লীন কোনো তাগিদ বা এই জীবিকার প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জীবিকায় যোগ দেওয়ার পর প্রতিটি শিক্ষকেরই বোঝা উচিত যে, এটি একটি মহৎ জীবিকা এবং সমাজ যেহেতু তার উপর সর্বাঙ্গীন শিক্ষা ও বিকাশের দায় ন্যস্ত করেছে, তাই এই জীবিকার মানুষের মহৎ দায়িত্ব রয়েছে।

শিক্ষার মৌলিক জিনিষগুলি শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দেওয়া শিক্ষকের কাজ। শিশুকে শিক্ষা দেওয়া মানে তার হাতে শক্তি তুলে দেওয়া। এই প্রক্রিয়ার জন্য দরকার সার্বিক নিষ্ঠা।

স্কুল ছুটীর পরেও একজন দায়বদ্ধ শিক্ষকের মন জুড়ে থাকেতাঁর, ছাত্রদের আলাদা আলাদা ভাবে বা সামগ্রিকভাবে, বিকাশের ভাবনা। দায়বদ্ধ শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করার সাথে সাথে তাঁদের নিজস্ব জীবিকায় আরো অর্থবহ অবদান

রেখে যাওয়ার জন্যে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান। জীবিকার উপযোগী পেশাগত ন্যায় ধর্ম তিনি পালন করেন, যার মানে হলো :

(ক) শিক্ষকের জীবিকা বেছে নেওয়ার পর একজন শিক্ষক নিজেকে এই জীবিকার সাথে একাত্ম করে তুলবেন, এবং শিক্ষক হতে পেরেছেন বলে গর্ববোধ করবেন।

(খ) যে জীবিকা অতীতে তার মহত্ব অটুট রাখতে পেরেছিল এবং আজও যে জীবিকার থেকে অনেকে তাঁদের কৃতিত্ব ও ব্যবহারে সম্মান আদায় করে নিয়েছেন, সেই জীবিকার প্রতি যেন তার আন্তরিক দায়বদ্ধতা থাকে।

(গ) সহকর্মীদের প্রতি থাকবে শ্রদ্ধা ও সমবেত কাজের স্বার্থে পরস্পরের প্রয়োজনে সহযোগিতা করার মানসিকতা।

(ঘ) পেশার উন্নতি ও জাতির বিকাশের কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নিজ জীবিকায় ও প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবেন।

জীবিকার প্রতি দায়বদ্ধতার শিক্ষা তাই শিক্ষক-প্রশিক্ষকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দায়বদ্ধতার বোধ না থাকলে জীবিকার মহত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে না।

৫.২.৪ পেশার কাজে উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা

পেশার প্রতি দায়বদ্ধ শিক্ষকের প্রথম ভালবাসা নানাজনের প্রয়াসের সাথে। সেই জ্ঞানের সৌষ্ঠব তিনি অর্জন করেন নিজে এবং অর্জন করতে সাহায্য করেন তাঁর শিক্ষার্থীকে। কর্মে ও চিন্তায় তথা জ্ঞানার্জনে এবং জ্ঞানবিতরণে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা করে চলেন। আরো ভালো শিক্ষক হওয়ার প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে তিনি পঠন পাঠন প্রক্রিয়ায় সৌষ্ঠব অর্জন করতে পারেন। প্রাক্ চাকুরী পর্বের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যায়ে এই আগ্রহ সঞ্চারিত করে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ এবং চাকুরী করাকালীন প্রশিক্ষন পর্যায়ে তাকে জাগরুক রাখা কর্তব্য। যাতে এই দায়বদ্ধতা তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

৫.২.৫ মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা

শিক্ষকদের মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা গুরুত্ব অনেক, বিশেষ করে আজকের দিনে মূল্যবোধের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। মূল্যবোধই মানুষকে কাণ্ডারীর মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, যদিও মানুষে মানুষে, একটি জনগোষ্ঠীর থেকে অন্য জনগোষ্ঠীতে তার প্রকারভেদ ঘটে। সংবিধান নির্দেশিত মূল্যবোধ ছাড়াও আরো কিছু সাধারণ মূল্যবোধ আছে যার প্রতিফলন শিক্ষকদের কাজে ও আচরণে থাকা প্রয়োজন। তার মধ্যে আছে সততা, সহযোগিতা, ভালোবাসা, সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সময়ানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি । শিক্ষকরা এই সকল মূল্যবোধ পালন করলে শিশুদের কাঁচামনে তার ছাপ পড়বে এবং ওরা অবচেতনভাবে ও ধীরে ধীরে সেগুলি তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আত্মস্থ করে নেবে। শিক্ষন প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রমে নানা কাজের ভেতর দিয়ে এই মূল্যবোধ শিক্ষার্থী শিক্ষকরা অর্জন করবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষন ব্যবস্থাকে এই বিষয়ে সচেতন করে তোলা উচিত।

৫.৩ কাজের ক্ষেত্রগুলি

একজন শিক্ষক শুধু তাঁর শ্রেণীকক্ষে নয় উপরন্তু বিদ্যালয়ে এবং জনগোষ্ঠীতেও একজন পেশাদার কর্মী। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর সাফল্য নির্ভর করে, শুধু শিক্ষকদের পেশাদারী জ্ঞান, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার উপরেই নয় উপরন্তু তা নির্ভরশীল তাঁর প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের কাজের ওপর। শিক্ষাকে তাই উচ্চমানের কাজের দক্ষতায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষক যেন প্রশিক্ষন না পাওয়া শিক্ষকের চাইতে লক্ষনীয়ভাবে স্বতন্ত্র হোন। কুশলতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে চিহ্নিত পাঁচটি কাজের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক যাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প সেদিকে যত্নশীল হবে।

৫.৩.১ শ্রেণীকক্ষের কাজ

শ্রেণীকক্ষের কাজের সমধিক গুরুত্ব রয়েছে যেহেতু শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো তাঁর হেফাজতে থাকা শিশুদের শিক্ষিত করে তোলা। যতদূর সম্ভব ভালোভাবে যাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করা যায় সেটি তাঁরা দেখবেন, এটি প্রত্যাশিত। এর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাশাসনিক দক্ষতা, আদানপ্রদানের উপযুক্ত করণকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি

তাঁদের অর্জন করা উচিত। চাকুরীর আগে ও চাকুরী চলাকালীন প্রশিক্ষণ পর্বে এই ধরনের শ্রেণীকক্ষে ভালোভাবে কাজ করার প্রস্তুতি শিক্ষকদের দান করা চাই।

৫.৩.২ বিদ্যালয়স্তরের কাজ

শ্রেণীকক্ষে পড়ানো ছাড়াও, যে স্কুলে তিনি কাজ করেন সেই বিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁর ভূমিকা ও দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে। শিক্ষামূলক সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসবপালন, খেলাধূলা - বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসবের আয়োজন করা পঠনপাঠনের অঙ্গ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য যাতে স্কুলের ভাবমূর্ত্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং পঠন পাঠনের পরিবেশ তৈরী হয় সে উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত শিক্ষক এ ধরনের কাজকর্মে গোটা বিদ্যালয়ের সবাইকেই উৎসাহের সাথে সামিল করে তুলতে পারেন।

৫.৩.৩ বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষামূলক কাজ

বিদ্যালয়ের সাথে যাতে বাইরের জগতের যোগ সাধিত হয় সেজন্য প্রয়োজন পড়াশোনা বা পড়াশোনা বহির্ভূত কার্যক্রম, সরেজমিনে সফর, জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ, গোষ্ঠ সম্পদের ব্যবহার ও অন্যান্য সম্ভাব্য সম্পদের চিহ্নিত করণ। শিক্ষার্থী - শিক্ষক তাঁদের নিজেদের প্রশিক্ষণের সময়ে শুধু যে এ জাতীয় কাজের সাথে পরিচিত হবেন তাই নয়, জনগোষ্ঠীতে তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য এই ধরনের কাজের আয়োজন করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহনের শিক্ষাও নেবেন।

৫.৩.৪ শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত কাজ

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর ভ্রমনিরসন, ঘাটতিপূরণ ও উপস্থিতির সমস্যার সাথে শিক্ষক - অভিভাবক সম্পর্কের একটি গভীর যোগাযোগ রয়েছে। যেসব জায়গায় শিক্ষার্থীর স্কুলে আসা বন্ধ করার এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের পিতামাতার সাথে যোগযোগ করা গেছে, সেসব স্থানে স্কুলে আসা বন্ধ করার হার কমে গেছে। এসব ছোট ছোট ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ দিলে শিক্ষার বৃহত্তর চালচিত্র পাল্টে যায়। শিক্ষকদের এই ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

৫.৩.৫ জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত কাজ

ভবিষ্যতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক প্রসারে গ্রামীন শিক্ষা সমিতি এবং এজাতীয় অন্যান্য গোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা থাকবে। স্কুলের বিকাশ সাধনের জন্য এবং সম্পদ-বিকাশের জন্য এইসব সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগযোগ রেখে চলতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে তত্ত্ব হিসাবে যা উপস্থাপিত হয় তাকে বোঝাতে এই বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রগুলির পারস্পরিক নির্ভরতা প্রয়োজন। তত্ত্বের সাথে কাজের সংযুক্তই নিশ্চিত করবে নীতি হিসেবে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তার সফলতা।

উচচমানের বিদ্যালয়-শিক্ষনের লক্ষ্যে কুশলতা ভিত্তিক ও দায়বদ্ধতামুখী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

দক্ষতা	দায়বদ্ধতা	কাজ
• প্রাসঙ্গিক	• শিক্ষার্থীর প্রতি	• শ্রেণীকক্ষে
• ধারণা সম্পর্কিত	• সমাজের প্রতি	• বিদ্যালয় পর্যায়ে
• বিষয় সম্পর্কিত	• পেশার প্রতি	• বিদ্যালয়ের বাইরে
• আদানপ্রদান মূলক	• উৎকর্ষের প্রতি	• শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত
• অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজের সাথে সম্পর্কিত	• মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি	• জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত
• শিক্ষণের উপাদান প্রস্তুতি		
• মূল্যায়ন		
• প্রশাসন		
• শিক্ষার্থীর পিতামাতার সাথে কাজ		
• জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ		

এই দিক থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সামিল। চাকুরীর আগে প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায় একজন সাধারণ মানুষের দক্ষ ও দায়বদ্ধ শিক্ষকে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া, আর চাকুরী চলাকালীন

প্রশিক্ষণ নতুনতর দক্ষতা এনে দেয় এবং পেশার প্রতি দায়বদ্ধতাকে বাড়িয়ে চলে। প্রশিক্ষণে দক্ষতার ওপরে জোর দেওয়ার ফলে সে দক্ষতা যখন কার্যে রূপান্তরিত হয়, তখন তা শুধু যে একজন শিক্ষকের কর্মকুশলতাকে বাড়িয়ে দেয় তাই নয়। সমাজে তাঁর স্থানও অনেক উঁচুতে তুলে ধরে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রূপায়ন পদ্ধতি

৬.১ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

ভারতবর্ষে বিশাল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। এন.সি.টি.ই শিক্ষক প্রশিক্ষনের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরী করার নির্দেশিকা তৈরী করে দেয়। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের রাজ্য পরিষদগুলি (স্টেট্ কাউন্সিল অব্ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং) বা শিক্ষকপ্রশিক্ষণের রাজ্যবোর্ডগুলি (স্টেট্ বোর্ড অব্ টিচার এডুকেশন) প্রশিক্ষনের পাঠ্যক্রম তৈরী করে। সেই পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয় সেই সেই রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে। মাধ্যমিকস্তরে অনুরূপ কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ।

সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী এন.সি.টি.ই এই প্রারম্ভিক দলিলটিকে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে প্রণিধানের জন্য এবং কার্যে তা রূপান্তরিত করার জন্য। দলিলটি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হবে কাজকে সহজতর করে তুলতে। এইভাবেই যে সম্মিলিত আলোচনা শুরু হয়েছে গত ২/৩ বছরে তা নিজস্ব লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাস্তব রূপ নেবে।

৬.২ প্রশিক্ষণের উপাদান তৈরী করা

পরিকল্পভাবে যথার্থ পথে চালনা ও কার্যে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে আরেকটি প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়। তা হলো প্রশিক্ষণের উপাদান তৈরীর কাজ। যেহেতু শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প বহুব্যাপী - চারটি গোষ্ঠী তার লক্ষ্যবস্তু - এবং যেহেতু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং দুই শ্রেণীর শিক্ষকদের নিয়ে তার কাজটি বিপুল, তাই প্রস্তুতির কাজটি পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষকপ্রশিক্ষকদের সঠিক লক্ষ্যে চালিত করার ধরণটি নানা প্রকারের হয়। মুখোমুখি সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় প্রাথমিক স্তরে। সেটির পরিপূরক হতে পারে দূরত্বশিক্ষা পদ্ধতি (ডিস্ট্যান্স এডুকেশন মোড্), তার পর আসবে পথ প্রদর্শনের জন্য কয়েকটি সংযোগ বৈঠক (কনট্যাক্ট সেশন)।

মুখোমুখি ও সাক্ষাৎ-বৈঠকের সময় দিকনির্দেশের জন্য যেসব পদ্ধতি নেওয়া হয় তাতে আছে বক্তৃতা, ওয়ার্কশপ, আলোচনা, হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। স্কুলে ব্যবহার যোগ্য লিপি, অডিও-ভিডিও সামগ্রী, উদাহরণ দিয়ে দেখানোর মতো জিনিষ এসবেরই প্রয়োজন আছে।

দূরত্ব শিক্ষার ধরণে পরিপূরক পাঠ্যবই, স্বশিক্ষণের উপযোগী পাঠ, অডিও ভিডিও টেপ ইত্যাদিও দরকার হতে পারে।

বিভিন্নস্তরে কর্মরত বিভিন্ন কর্মীর জন্য আয়োজিত ওয়ার্কশপ চলাকালীন বা তার শুরু হওয়ার আগে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরী করে /অনুবাদ করে নিতে হবে।

৬.৩ প্রধান পদক্ষেপ নিয়ে

ভারতের মত বিশাল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোনো প্রকল্পের রূপায়নেই বৈচিত্র স্বাভাবিক। বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিস্থিতির বিবেচনায় দক্ষতার বিচার ও বিভিন্ন হতে বাধ্য। আবার তেমনি দেশজুড়ে একই অভিমুখ এবং একই নির্দেশিকা অনুসরণের ফলে কিছু সামান্যতাও থাকবে। এইসব কথা মনে রেখে প্রয়োজনীয় কয়েকটি পদক্ষেপের কথা নীচে বলা হলো:

১) বিভিন্নস্তরে ও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে। এই কাজ জাতীয়, প্রাদেশিক ও জেলাস্তরে ওয়ার্কশপ চালানো বা আলোচনার আয়োজন করা কালীনই করা যেতে পারে।

২) বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য গোষ্ঠীর (টার্গেট গ্রুপস্) দিক নির্দেশনার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করা ও পরিকল্পনা করা।

৩) বিভিন্ন উদাহরণ সম্বলিত প্রশিক্ষণ উপাদান তৈরী করার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

৪) প্রশিক্ষণ উপাদান গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সময় ও সাহায্য দুই-ই জোগানো।

৫) প্রাথমিক দিক নির্দেশক প্রকল্পের (ওরিয়েন্টসন প্রোগ্রাম) আয়োজন করা।

৬) জ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করার জন্য দূরত্ব শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বশিক্ষণের উপযোগী পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করা।

৭) দূরত্ব শিক্ষার ধরণে ও স্বশিক্ষিত শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা ও তাদের যথার্থ উপদেশ দেওয়ার জন্য সংযোগ - বৈঠকের আয়োজন করা।

রূপায়নের কাজটি বেশ কয়েক বছর ধরে চলবে, যেহেতু শিক্ষক, প্রশিক্ষক, এবং নিকট ভবিষ্যতে আরো যারা যোগ দেবেন - সব মিলে সংখ্যাটি বিপুল।

এই পদ্ধতি বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সামনে পরিবর্তন সাধনের নতুন সম্ভাবনার, দ্বার খুলে দিয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পরির্বতনের সম্ভাবনা । তাই এর সদ্ব্যবহার করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকরা পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যক্রম খতিয়ে দেখবেন, অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দেবেন ও যা কিছু শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে তাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। যেসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় এবং পেশাদারী স্তরে এসব কাজে ব্যাপৃত আছে তারা এই কাজে দক্ষ লোক বিনিয়োগ করবে। এইসব দক্ষ ব্যক্তিরা যতদূর সম্ভব প্রশিক্ষণের উপাদান তৈরী করবেন ও তা শিক্ষক প্রশিক্ষকদের হাতে পৌছে দেবেন।

যাঁরা শিক্ষকতার কাজ করছেন তাঁদের জন্যেও এই পদ্ধতি সামান্য পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাঠ্যক্রমে যখনই কোনো কত রকমের রদবদলের প্রয়োজন হবে, তখনই কর্মরত শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী - শিক্ষকের আহৃত দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন। তার ফলে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে শিক্ষণের কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। প্রশিক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা বাড়বে, প্রশিক্ষণ প্রাপকদের মধ্যে আসবে আরো আত্মবিশ্বাস এবং প্রশিক্ষনকেন্দ্র যা শেখানো হয় তার উপযোগিতা যাচাই হবে বিদ্যালয় শিক্ষনে তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এর ফলে স্পষ্টতঃই উন্নত মানের একটি গতিশীল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উদ্ভব হবে।